RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

স্মৃতির মনিকোঠায় এক অন্য রাজকুমারির গল্প

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর - ৬ অক্টোবর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 23 September - 6 October, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

সিন্ধু সভ্যতা উঠে আসছে এবার নাট্য সংঘের পূজা মন্ডপে

কোচবিহার : প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার প্রতি বর্তমান এবং পরবর্তী প্রজন্মকে আগ্রহী করে তুলতে পুজো মণ্ডপ কে সাজানো হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার কিছু কিছু খন্ড চিত্র দিয়ে। পরিবেশবান্ধব সমস্ত জিনিস দিয়ে সিন্ধু সভ্যতার চিত্রগুলিকে শিল্পীরা পরিবেশ করবেন পূজা মন্ডপে। ইতিহাসের প্রতি নবপ্রজন্মকে আগ্রহী করতে এবং বড়দেরকে আরো একবার ইতিহাস মনে করিয়ে দেবার জন্য সিন্ধু সভ্যতার এই চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলছে কোচবিহারের নাট্য সংঘ ক্লাব। শিল্পীরা কোথাও কোথাও মাটি পুড়িয়ে, আবার কোথাও বা চটের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে, আবার কেউ কেউ মাটির উপর আঁকিবুকি করে তৈরি করছেন পূজা মন্ডপ। এবার নাট্য সংঘ ক্লাবের পুজোর ৭৩ তম বছর। প্রতিবছরই এই ক্লাব কিছু না কিছু বিশেষত্ব থিম প্রদর্শন করেন দর্শনার্থীদের জন্য। এবছর তাই ইতিহাসের সিন্ধু সভ্যতার থিম দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করবে বলে আশাবাদী ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এ বছর ১২ লক্ষ টাকার বাজেটের পুজোয় সিন্ধু সভ্যতার চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে কোচবিহারের মাটির পাশাপাশি অসমের পানবাড়ির মাটিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

জমি উদ্ধার করে উত্তরে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী রাজ্য

জলপাইগুড়িঃ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মাঝে দীর্ঘ দুই-তিন দশক ধরে জাতীয় সড়কের ধারে ও জাতীয় সড়ক থেকে একটু ভেতরের দিকে বহু জমি কিনে ফেলে রাখা হয়েছে। শ্রেণির দলাল ঐ জমির দাম বাড়িয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছে বেশি দামে বিক্রি করছে। শুধু তাই নয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ছাড়াও শাসক দলের স্থানীয় নেতারাও এই জমি কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে আবার একাধিক শিল্পাঞ্চলেও অনেক শিল্পপতি শিল্প স্থাপনের জন্য জমি নিয়ে কিছুই করেননি। যার মধ্যে রয়েছে অনেক সরকারি সংস্থা। রানিনগর শিল্পাঞ্চলে বহু শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। নোটিশ পাঠিয়েও জমি পুনরুদ্ধার করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা জানান ফেলে রাখা জমি পুনরুদ্ধার করে রাজ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর আইনি অফিসারের পদ তৈরি করেছে। উদ্ধার করা জমিতে নতুন শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনেকেই শিল্প স্থাপনের জন্য জমি কিনে ফেলে রেখেছেন। অনেকে আবার শিল্প ইউনিট বন্ধ রেখেছেন। এদিকে যাঁরা শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক তাঁরা জমি পাচ্ছেননা। এতদিন আইনি অফিসারের পদ না থাকায় জমি পুনরুদ্ধার নিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেই অসুবিধা হবেনা। শীঘ্রই আইনি অফিসার ঐ জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করবে।

লোকশিল্পীদের একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পীদের প্রসার ঘটাতে লোকসংস্কৃতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, কোচবিহারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত জেলা ভিত্তিক লোক শিল্পীদের একদিনের কর্মশালা। ১৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র ভবনে উদ্বোধন করা হয়। এই

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কনজারভেটিভ বিডিং—এ দেশের সেরা দার্জিলিং জু

দার্জিলিং : সফল ভাবে রেড পাণ্ডা এবং স্নো লেপার্ডের কনজারভেটিভ বিডিং করিয়েছে দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। আর সেই সফল্যের সুবাদেই দেশের সেরা চিড়িয়াখানার তকমা পেয়েছে দার্জিলিং। বলাবাহুল্য, গত পাঁচ বছরে ৩০টিরও বেশি রেড পাণ্ডার সফল প্রজনন করিয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। গত তিন বছরে দশটি স্নো লেপার্ডের সফল প্রজনন হয়েছে তোপকেদারা ব্রিডিং সেন্টারে। গোটা বিশ্বে একমাত্র দার্জিলিং চিড়িয়াখানাতেই রেডপাণ্ডা, স্নোলেপার্ড এবং টিবেটিয়ান উলফদের ক্যাপটিভ ব্রিডিং হয়। এর পাশাপাশি আরও ১৯টি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হওয়ায় এই সেরার তকমা দেওয়া হয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল জু অথরিটি থেকে প্রকাশিত তালিকায় দার্জিলিং চিড়িয়াখানা দেশে একনম্বর স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই কনজারভেটিভ বিডিং সফল ভাবে একমাত্র দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অধীনস্ত তোপকেদারা ব্রিডিং সেন্টার এবং ডাউহিলের ব্রিডিং সেন্টার হচ্ছে। দেশের অন্যান্য চিড়িয়াখানায় ক্যাপটিভ ব্রিডিং সফল ভাবে হলেও কনজারভেটিভ বিডিং হয়না। গত পাঁচ বছরে এই চিড়িয়াখানায় সফল ভাবে একের পর এক রেড পাণ্ডা, স্নো লেপার্ড, ব্লু শিপের মত প্রাণীর প্রজনন হয়েছে। এই মুহূর্তে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় ১০টি স্নো লেপার্ড রয়েছে।

তবে এই রাংকিংয়ের ক্ষেত্রে চিড়িয়াখানার নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ, বসার জায়গা, খাবার জলের ব্যবস্থা রয়েছে কিনা সেটাও দেখা হয়। এছাড়া এর বাইরে সেন্ট্রাল জু অথরিটির নির্দেশিকা অনুসারে প্রাণীদের সঠিক খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা, কোন প্রাণীর মৃত্যু হলে সঠিক ভাবে ময়না তদন্ত ও সৎকার হচ্ছে কিনা সেসবও দেখা হয়। এর বাইরে আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার সাথে কোলাবরেশন রয়েছে কিনা, চিড়িয়াখানা থেকে সাধারণমানুষ কতটা শিক্ষামূলক তথ্য পাচ্ছেন সেসবের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। সূত্রের খবর এই সমস্ত বিষয়েই একশো শতাংশ নম্বর পেয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় কর্তৃপক্ষ।

বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরোধিতায় পথে নামল সারা ভারত নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ

শিলিগুড়ি: বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরোধিতা করে পথে নামল সারা ভারত নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ। সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধী মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল বৈরাগ্য। এদিন এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ করে প্লাকার্ড ব্যানার এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গকে ভাগের বিরোধিতা করে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুকুল বৈরাগ্য বলেন, গত কয়েক মাস ধরে উত্তরবঙ্গকে বাংলা থেকে আলাদা করতে একাধিক চক্রান্ত করা হচ্ছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বাংলাকে

আমরা ভাগ করার চক্রান্তকে কোনোভাবেই মেনে নেব না। প্রয়োজনে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ঘুঘুমারিতে পেট্রোল পাম্পে দুঃসাহসিক ডাকাতি

কোচবিহার: কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের কদমতলা এলাকায় রাত দুটো আড়াইটে নাগাদ পেট্রোল পাম্পে ঢুকে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। চারটি বাইকে মোট ১১ জনের ডাকাত দল আগ্নেয় অস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে পেট্রোল পাম্পে প্রবেশ করে। পাম্প কর্মীদের বন্দুক ঠেকিয়ে পাম্পে থাকা প্রায় ২১ হাজার টাকা লুট করে তারা। এই ঘটনায় বন্দুকের বাটের আঘাতে আহত হয় পাম্পের নাইটগার্ড নজরুল মিয়া । ঘটনার তদন্ত শুরু করে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

দুর্নীতির অভিযোগ শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মল বাংলা অডিটে

নকশালবাড়িঃ একশো দিনের কাজের হিসাব খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রামপঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট শুরু করবে জেলা প্রশাসন। গ্রামপঞ্চায়েত উন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ এই আর্থিক বছরে চারটি প্রকল্পে যত কাজ হয়েছে তার উপর অডিট করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে অডিটের কাজ শুরু হবে। পনেরো দিন ধরে চলবে এই সমীক্ষা। পুজোর আগেই সামাজিক নিরীক্ষার দল সমস্ত প্রকল্প খতিয়ে দেখে উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে সব অভিযোগ নথিভুক্ত করবে। গ্রাম সভা এবং ডিস্ট্রিক হেয়ারিং-এর মধ্য দিয়ে কাজ শেষ হবে। জেলা শাসকের প্রতিনিধিরা সব অভিযোগ নথিভুক্ত করে রাজ্যে পাঠাবেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা এই সামাজিক নিরীক্ষা করবে।

৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে সোশ্যাল অডিট চালু করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পে কোনরকম দুর্নীতি দেখলে এফ আই আর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এরপর গত ৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রামপঞ্চায়েতে দ্রুত সোশ্যাল অডিট করার নির্দেশ দেন। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি প্রকল্পেই অডিট করা থাকে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যা বাংলা আবাস যোজনা নামে পরিচিত, একশো দিনের কাজ প্রকল্প এবং জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ২০টি জেলায় এই তিনটি প্রকল্পের ওপর সামাজিক নিরীক্ষা চলবে। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রামপঞ্চায়েতে চারটি প্রকল্পের ওপর সামাজিক নিরীক্ষা করা হবে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্বচ্ছ ভারত মিশন, যেটি মিশন নির্মল বাংলা নামে পরিচিত সেই প্রকল্পেরও অডিট হবে। উল্লেখ্য, গোটা রাজ্যের মধ্যে মিশন নির্মল বাংলার ওপর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের গ্রামপঞ্চায়েত গুলিতে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এই প্রথম এই প্রকল্পের কাজে অডিট হবে।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বৈঠক প্রশাসনের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: দুর্গাপূজার সময় যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রতিটি জেলা প্রশাসন সব দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, একদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পূজা প্যান্ডেল ও কমিটি চিহ্নিত করে নির্ধারিত স্থানে আয়োজনের যথাযথ ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকেলে সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে এক প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জেলা প্রশাসন সব সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করার নীতি গ্রহণ করেছে। জনগণকে আগে নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে, তারপর প্রশাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দুর্গাপূজার প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যেই জেলা সদর ও গ্রামাঞ্চলে প্যান্ডেল শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটি অনুদান সংগ্রহ শুরু করেছে। আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দুর্গা পূজা কমিটির সঙ্গে ব্লক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং দমকল প্রশাসন, ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের উপস্থিতিতে এই প্রশাসনিক সভা শেষ হল।

রক্তেবর্ণে চিরাচরিত প্রথার বাইরে ভুঁইয়া বাড়িতে পূজিত হন দেবী

ফালাকাটাঃ লাল দুর্গার পুজো করেন ভুঁইয়ারা। দেবীর এই গাত্র বর্ণই অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে পলাশবাড়ির ভুঁইয়া পরিবারের পুজোকে। আলিপুরদুয়ার জেলার ঐতিহ্যবাহী এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস।

প্রায় ১৭৫ বছর আগে ভুঁইয়া বাড়িতে শুরু হয় দুর্গা পুজো । দেশ ভাগের পর ভুঁইয়ারা চলে আসেন আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়িতে। একসময় ভুঁইয়াদের পুজোর প্রধান আকর্ষণ ছিল পশুবলি। তবে বর্তমানে বলি প্রথা উঠে গেলেও বাকী আচার অনুষ্ঠান একই রয়ে গেছে। ভুঁইয়া পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের এক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে এই পুজো শুরু করেন। সেই স্বপ্নাদেশে অনুযায়ী তাঁদের দুর্গা প্রতিমার গাত্রবর্ণ লাল রঙের। লক্ষ্মী, সরস্বতী যথাস্থানে থাকলেও গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান উল্টো। পুজোয় রান্না করা ভোগ নিবেদনের নিয়ম নেই। সারা বছর ধরে চলে কাঠামো পুজো। জানাগেছে, পুজোর কদিন ভুঁইয়া পরিবারের বধূরা অলংকার খুলে ও চুল না বেঁধে মন্দিরে প্রবেশ করেন।

এখনও বাংলাদেশ থেকে আনা শালকাঠের কাঠামোয় প্রতিমা তৈরি হয়। সে দেশ থেকে আনা পুরানো পিতলের বাসনপত্র এখনও পুজোর সময় ব্যবহার করা হয়। এই পুজোর সঙ্গে এখনও বংশ পরম্পরায় জড়িয়ে রয়েছে কুমোরটুলির ঢাকি, মৃৎশিল্পী ও পুরোহিতের পরিবার। ঢাকিরা আসেন অসম থেকে। অসমের বিখ্যাত ব্যাঘ্র হাজরার ঢাকের বোলে পুজোর কদিন সরগরম হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। পলাশবাড়ির স্থায়ী মন্দিরে মৃৎশিল্পী সুভাষ রায় প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আগে নবদ্বীপ থেকে পুরোহিত আসতেন ভুঁইয়াদের পুজো করতে। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর প্রায় তিরিশ বছর ধরে স্থায়ীয় পুরোহিত তরুণ গোস্বামী ভুঁইয়া বাড়ির পুজো করছেন।

একই পরিবারের সদস্যরা একাধিক পদে থাকবে না তৃণমূলে বললেন হিপ্পি

দেবাশীষ চক্রবর্তী,কোচবিহার: যেহেতু প্রায়ই দেখা যায় নেতারা পদ পেলেই চেয়ার আঁকড়ে ধরে থাকেন। পরিস্থিতি অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে এক পদে থাকা নেতা অন্য পদ পেলেও দুই পদেই বহাল থাকেন।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই বর্ধিত সভা থেকে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন নিয়ম ঘোষণা করেন। বর্ধিত সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতৃত্ব বা কর্মী কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকলে সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে পারবেন না। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্য কোনও সাংগঠনিক পদে থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, দলের এই নির্দেশনা ইতিমধ্যে জেলার সব নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোচবিহার জেলায় এমন অনেক নেতা রয়েছেন যাদের প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি সাংগঠনিক দায়িত্বও রয়েছে। এক্ষেত্রে এক পদে একজন থাকতে পারবেন

৫ দফা দাবিতে বামনহাট বিএমওএইচকে ডেপুটেশন

কোচবিহার: ৫ দফা দাবিতে বামনহাট বিএমওএইচ কে ডেপুটেশন প্রদান করল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা ২ নং ব্লকের বামনহাটে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাদের মূলত দাবি ছিল, জনসাধারণের জনকল্যাণের জন্য অতি দ্রুত ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য

কেন্দ্রে চিকিৎসকের নিযুক্তিকরণ করা, শিশু বিভাগ চালু করা, এক্স-রে চালু করা ও ল্যাবরেটরিতে বেশি পরিমাণে পরীক্ষা করা।

এছাড়াও চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে ঔষধের ব্র্যান্ডের নাম না লিখে শুধুমাত্র কম্পোজিশন লিখতে হবে, তাতে রোগীর পরিজনরা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবে। এছাড়াও চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে নির্দিষ্ট কোম্পানির ঔষধ ও ঔষধের দোকানের নাম থাকার দরুন বামনহাটের ঔষধ দোকান ব্যাবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। সেই কারণে নির্দিষ্ট ঔষধ দোকানের নাম প্রেসক্রিপশনে লেখা যাবে না। সেইসব দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন প্রদান বলে জানালেন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দিনহাটা জোনের এক্সিকিউটিভ সদস্য গোবিন্দ দে।

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে অভিযুক্ত দিনহাটার বিজেপি কর্মীর ছবি দিয়ে টুইট অভিষেকের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: উল্লেখ্য প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই নবান্ন অভিযানে কলকাতা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। দফায় দফায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। কোথায় পুলিশকে ধরে মারধর আবার কোথায় পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সেই পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এবার দিনহাটার বিজেপি নেতা তথা কোচবিহার জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক প্রীতিতোষ মন্ডলের ছবি ও একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক ও টুইটার একাউন্টে। বুধবার সন্ধ্যায় এই পোস্টকে রিটুইট করলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। তিনি সেখানে লেখেন বিজেপি কার্যকর্তাকে গতকাল কলকাতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পুলিশের গাড়িতে আগুন দিতে দেখা গেছে। একই ব্যক্তিকে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, যুবকল্যাণ এবং ক্রীড়া মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের সঙ্গেও ছবিতে দেখা গিয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ কিভাবে দায় এড়াবেন। এই পোস্টের প্রেক্ষিতে দিনহাটার বিজেপি নেতা তথা জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক প্রীতিতোষ মন্ডলকে ফোন করা জানিয়েছেন জানিয়েছেন অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে ।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শোবারঘর ও গোয়ালঘর পুড়ে ছাই

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পূর্ব দীঘলটারী এলাকায় গোয়ালঘর ও একটি শোবার ঘর পুড়ে ছাই হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে আজ বুধবার ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটে নাগাদ দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের নাজিরহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দীঘলটারী এলাকায় পূর্ন নারায়ন বর্মন ও অখিল নারায়ন বর্মনের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। সেই আগুন থেকেই গোয়ালঘরের পাশে থাকা একটি শোবার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদিও আগুন লাগার ঘটনায় গৃহপালিত পশুর কোন ক্ষতি হয়নি। জানা গিয়েছে গোয়ালঘরে গরুকে মশা থেকে বাঁচাতে আগুনের কুন্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই কুন্ড থেকেই আগুনের সূত্রপাত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীরা। তবে দমকল পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও গোয়ালঘর ও শোবার ঘর দুটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এলেন শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়িতে এসে পৌছালেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে কলকাতা থেকে বিমানে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান। এরপরই বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে পুলিশ আধিকারিকদের সাথে কথা বলে তিনি সরাসরি রওনা দেন বাসভবনের দিকে। জানা গিয়েছেন আজই তিনি কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার নিতে পারেন। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সংবাদমাধ্যমে নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, সামনে দুর্গা পূজোর কার্নিভাল সেটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বড় চ্যালেঞ্জ পুলিশের।

অবশেষে এসএসসি কান্ডে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার সুবীরেশ ভট্টাচার্য্য

কলঙ্কের দাগ লেগেই গেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে এসএসসি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবিরেশ ভট্টাচার্য। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সিবিআই-এর অভিযোগ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার আগে তিনি এসএসসি তথা স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন নিয়োগ দুর্নীতির অনেক ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২৪ ও ২৫ আগস্ট সুবিরেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলো ও কলকাতার বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটটি সিলও করে দেয় সিবিআই। ১৯ সেপ্টেম্বর আবার তাঁকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠায় সিবিআই। জিঙ্গাসাবাদের সময় সহযোগিতা করার বদলে গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করতে শুরু করেন তিনি। এছাড়া তাঁর বয়ানেও নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাঁর বয়ানে। এরপরই এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়ে দেন তদন্তকারীরা।

সিবিআই-এর বক্তব্য, সুবিরেশ পদে থাকাকালীন এসএসসি-তে বেশ কিছু নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। যদিও প্রথমবার সিবিআই-এর তল্লাশি ও জিঙ্গাসাবাদের সময় সুবিরেশ জানিয়েছিলেন, সিবিআই আমার অফিস ও বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পায়নি।। বাগ কমিটির রিপোর্টেও আমার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ মূলক কোন অভিযোগ নেই। আর গ্রেপ্তার হওয়ার পর ধৃত উপাচার্যের সাফাই ছিল যেখানে কয়েক হাজার মার্কশীটে সই ব্যবহার করা হয় সেখানে কেউ সেই সুযোগের অপব্যবহার করলে সেটা আলাদা ব্যাপার।

দিনহাটায় কোচবিহার জেলা পুলিশের হাত দিয়ে দেওয়া হল পুজো অনুদান

কোচবিহার : দিনহাটার দুটি দুর্গাপূজা কমিটির হাতে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদান চেক তুলে দিল জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। মঙ্গলবার থেকে জেলার পুজো কমিটি গুলোকে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া শুরু হলো দিনহাটা থেকেই জানান জেলা পুলিশ সুপার। এদিন প্রথমে জেলা পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ দিনহাটা থানায় আসেন। এরপর দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ত্রিদিব সরকার ও দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপা কে নিয়ে দিনহাটা শহরের বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা মন্ডপ ঘুরে দেখেন। এছাড়াও এদিন দিনহাটা শহরের গোপাল নগর দক্ষিণাংশ ও শহীদ কর্ণার দুর্গা পূজা কমিটির সদস্যদের হাতে রাজ্য সরকারের অনুদান চেক তুলে দেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো শিশুর, শোকের ছায়া এলাকায়

শিলিগুড়ি: করোনা আতঙ্কের পর এবার রাজ্যের নতুন আতঙ্ক ডেঙ্গুর। ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। এবার ডেঙ্গুতে বলি হলো এক শিশু। জানা গেছে কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিল ওই শিশু। এরপর বাইরে একটি বেসরকারি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করায় পরিবার। এতে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরই বাড়িতেই ছিল শিশু। কিন্তু শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে সোমবার সন্ধ্যায় শিশুকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু মঙ্গলবার ভোরে শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুর ডেথ রিপোর্টেও ডেঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা হাসপাতাল সুপার ডঃ চন্দন ঘোষ বলেন, শিশুকে মৃতপ্রায় অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। আমাদের তরফে চিকিৎসার কোনও খামতি রাখা হয়নি। চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেন। শিশু রাতের দিকে কথা বলেছে, নিজে ওষুধ খেয়েছে। কিন্তু ভোররাতে হঠাৎ শিশু মারা যায়।

লেপার্ড শাবককে নিয়ে গেল মা লেপার্ড

আলিপুরদুয়ারঃ লেপার্ড শাবককে নিয়ে গেল মা লেপার্ড। আর এই দৃশ্যটি বনদপ্তরের পাতা ইনফ্রা রেড ক্যামেরায় বন্দী হলো। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে খবর গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংলগ্ন চা বাগানে ২টি লেপার্ড শাবক দেখতে পায় বনকর্মীরা। পরবর্তীতে শাবক দুটিকে তার মায়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেই জায়গায় শাবক পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গা সুরক্ষিত করা হয় এবং ইনফ্রা রেড ক্যামেরা বসানো হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে মা লেপার্ড এসে শাবক দুটিকে নিয়ে যায়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী কর্মচারীদের ৬০ বছর চাকরি নিশ্চিত করার উদ্যোগ

কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী কর্মচারীদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি নিশ্চিত করতে সরকারি জিও কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ সোমবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকুটিভ কাউন্সিল বৈঠকে ফিন্যান্স বিভাগের সরকারি অর্ডার কার্যকর করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৪৫ জন অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক বা দৈনন্দিন মজুরি ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মী রয়েছেন। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে নন টিচিং পোস্টে স্থায়ীভাবে কোনও নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়নি। প্রতিনিয়ত অবসর নিয়েছেন বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারী। সরকারি জিও কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসির অধিকর্তা নন্দ কুমার ঘোষকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন ও কর্মচারী সংগঠন সারাবাংলা তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষাবন্ধুর দীর্ঘদিনের দাবি ফিন্যান্স বিভাগের সরকারি জিও কার্যকর করে ৬০ বছর পর্যন্ত কাজে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পত্র দেওয়া এবং সরকারি জিও কার্যকর করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। যতদিন না এই দাবি মিটছে ততদিন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা লাগাতার আন্দোলন করে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। ইতিমধ্যেই সরকারি জিও কার্যকর করতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীরা সই সংগ্রহ করে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

কোচবিহার: হাত বাধা অবস্থায় মাথাভাঙ্গার বেলতলা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর গতকাল সন্ধ্যার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল শীতলকুচি নলগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মনসুর মিয়া। গতকাল রাতে বহু খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে হাত বাধা অবস্থায় মাথাভাঙ্গার বেলতলা এলাকায় ১৬ নং রাজ্য সড়কের পাশের ঝোঁপ থেকে উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। পরিবারের দাবি তাকে খুন করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দারিভিটা দিবস পালন বিজেপির

উত্তর দিনাজপুরঃ ২০ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিহত দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকার। উর্দু নয় বাংলা ভাষায় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এই দাবি নিয়ে ছাত্র আন্দোলন কার্যত নারিয়ে দিয়েছিল গোটা রাজ্যকে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের দারিভিটা উচ্চ বিদ্যালয়ে সেই বিক্ষোভ আন্দোলন থামাতে গিয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। সেই গুলিতেই তরতাজা দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। তাদের মৃত্যু ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হয়েছিল। তাদের পরিবারের একটাই দাবি ছিল সিবিআই তদন্ত হোক রাজেশ তাপসের দোষীদের শাস্তি হোক। তারই জন্য হাইকোর্টে সিবিআই তদন্তের জন্য কেস করা হয়েছিল। তবে ৪ বছর কেটে যাওয়ার পরও ন্যায় বিচার পায়নি পরিবারের লোকেরা। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির এবং অখিল ভারতী বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে দারিভিটে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষা বীরদের স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষা দিবস পালন করা হয় উপস্থিত ছিলেন মৃতের পরিবাররাও।

পুজোর আগে চা বাগান পরিদর্শনে দীলিপ ঘোষ

আলিপুরদুয়ারঃ পুজোর আগে চা বাগানের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলায় আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দীলিপ ঘোষ। ডি এ দিতেই হবে,সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমের টাকা দিতেই হবে,সব রাজ্যে ডি এ পাচ্ছে এ রাজ্যেও দিতে হবে, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়াতে চা চক্রে যোগ দিয়ে একথা জানান দীলিপ ঘোষ। এদিন বীরপাড়া, গাড়োপাড়া, চকোয়াখাতি সহ বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূচিতে যোগ দেবেন দীলিপ ঘোষ।

৩১তম জন্মদিনে দুঃস্থ বাচ্চাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ

কোচবিহারঃ উৎসব সবার কাছেই আনন্দের। বিশেষত ক্ষুদেদের ইচ্ছা থাকে উৎসবে নতুন জামা পড়বে।কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অসুবিধার কারণে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে এলেন হুগলি রামনগর নিবাসী রিয়া মন্ডল জানা।তার ৩১ তম জন্মদিন উপলক্ষে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন তুফানগঞ্জ শাখা 'আনন্দ আয়োজন' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ধলপল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপুকুরি এলাকায়। জন্মদিনে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছোট ছোট দুঃস্থ বাচ্চাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সঙ্গে ছিল পেট পুরে দুপুরে আহারের ব্যবস্থা। তার সঙ্গে সঙ্গে বিলি করা হয় শিক্ষা সামগ্রী। দুর্গাপূজার উপলক্ষে নতুন বস্ত্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ছোট খুদেরা। সংগঠনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাথী বসাক, প্রিয়াংকা সিংহ, লিটন সাহা দীপঙ্কর সাহা, অভয় সাহা, সুদীপ সাহা। রিয়া বসাক বলেন- বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। আজ জন্মদিনে আমার ইচ্ছে পূরণ হলো।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ নিয়োগে দুর্নীতি করার চেষ্টায় গ্রেফতার চার

শিলিগুড়িঃ রাজ্যে যখন এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে সরগরম, ঠিক সেই সময় টাকা দিয়ে ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গ্রুপ ডি পদের চাকরি নিতে হাজির উত্তর দিনাজপুর জেলার বাবা এবং ছেলে। বুধবার সকালে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী এলাকার থেকে বাবা শম্ভু দত্ত এবং ছেলে শুভঙ্কর দত্ত হাজির হন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোজা পৌঁছে যান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের দপ্তরে।প্রিন্সিপাল দপ্তরে পৌঁছে বাবা শম্ভু দত্ত ছেলে শুভঙ্কর দত্ত ভুয়ো নিয়োগ পত্র তুলে দেন প্রিন্সিপালের হাতে। এই নিয়োগ পত্র দেখামাত্রই ভুয়ো তা বুঝতে আর অসুবিধে হয়নি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের। বাবা ও ছেলেকে বসিয়ে রেখে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেয়। মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ প্রিন্সিপালের দপ্তরে এসে বিস্তারিত দেখে গ্রেফতার করে বাবা ও ছেলেকে। পরবর্তীতে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করায় বাবা ও ছেলে স্বীকার করে নেয় তারা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে এই নিয়োগ পত্র দেবে বলে তাদের জানিয়েছিল। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী এলাকার সঞ্জয় কুমার নামে এক ব্যক্তি এই কথা বলেছিলেন। এই ঘটনা জানতে পেরেই শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজেও হাসপাতালের ফাড়ি পুলিশ রওনা হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার করণ দীঘিতে। এবং গ্রেফতার করা হয় সঞ্জয় কুমার সরকার কে। সঞ্জয় সরকারকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারে বাগডোগরা এলাকার আরো দুই ব্যক্তির নাম। তারপর বাগডোগরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যেই বাবলু রায় নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ।তবে একজন পালাতে সক্ষম হন তিনি বাগডোগরার বাসিন্দা। পাশাপাশি বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে সঞ্জয় কুমার সরকারের হেফাজত থেকে। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দেয় রাখালদেবীর দেবাশিষ ঝা-এর তৈরি মিনি দুর্গা

জলপাইগুড়িঃ মিনি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে নজর কেড়েছেন জলপাইগুড়ি শহরতলির রাখালদেবীর দেবাশিষ ঝা। শুধু জেলার বাইরে বা বিভিন্ন রাজ্যে নয় এই ছোট প্রতিমা বানিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরেও সারা ফেলে দিয়েছেন। বারোয়ারি পুজা কমিটি হোক বা বাড়ির পুজা - ভালোই বিকোচ্ছে তাঁর মিনি দুর্গা। ২০০৫ সালে নেপাল ও অসমে এবং ২০০৭ সালে রাজস্থানে পাড়ি দেয় তাঁর তৈরি মিনি দুর্গা। এবার দেবাশিষবাবুর মিনি দুর্গা পাড়ি দিচ্ছে নাগাল্যান্ডে।

দেবাশিষবাবু জানান, কোভিডের কারণে দুই বছর ধরে প্রতিমা তৈরির কোন অর্ডার পাইনি। এবার মিনি দুর্গা অর্ডারের হিড়িক পড়ায় কাজের চাপ বেড়েছে। এবার সমাজপাড়ার বারোয়ারি পুজোয় যাচ্ছে তাঁর তৈরি মিনি দুর্গা। আজকাল থিম পুজার চল হওয়ায় বেশির ভাগ পুজা কমিটি বড় প্রতিমার পুজা করেনা। বদলে পাশে ছোট প্রতিমায় পুজা করে।

রাখালদেবীতে দেবাশিষবাবুর বাড়ির উঠানে গড়ে উঠেছে মিনি দুর্গার কারখানা। কাঠের তক্তার ওপর পোয়াল দিয়ে কাঠামো বানিয়ে তাতে পাটের সুতোর বাঁধন দিয়ে কাঠামো তৈরি করেন তিনি। এরপর তার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি হয় প্রতিমা। দেবীর হাতে মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি অস্ত্র দেওয়া হয়। একএকটি প্রতিমার উচ্চতা হয় ২১ ইঞ্চি। খুব বড় হলে তিনি ৫০ইঞ্চির প্রতিমা তৈরি করেন। এক একটি প্রতিমার দাম পরে সাড়ে চার হাজার টাকা থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত। দামি প্রতিমা তৈরি করলে তিনি কাঁচ বা ফাইবারের বাক্সে রাখেন। দিনে তিন থেকে চার ঘণ্টা কাজ করে এক একটি প্রতিমা তৈরি করেন শিল্পী দেবাশিষ ঝা। উল্লেখ্য, সারাবছর বড় আকারে অন্য প্রতিমা বানালেও পুজোর সময় তিনি বড় প্রতিমা বানান না।

সম্পাদকীয়

গল্পটা যখন সত্যি হল

গল্পটা প্রায় সকলেরই জানা। অশ্বারোহী রাজপুরুষ চলেছেন। গ্রামের হাটের প্রান্তে একস্থানে মৌচাকের মত ভিড় দেখে ঘোড়া থামালেন। কি ব্যাপার, না 'সুলভে ডিগ্রি বিক্রয় হইতেছে'। কৌতুহলী রাজপুরুষ এগিয়ে গিয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কয়েকটি ক্রয় করলেন। কারণ, পাঠশালার গন্ডি পার হতে না পারলেও মাতুলের দাক্ষিণ্যে রাজকর্মচারী হয়েছেন। মনে একটু খেদ থাকা স্বাভাবিক! নিজের জন্য ডিগ্রি ক্রয়ের পরে তাঁর ঘোড়ার জন্য এবং তারপর গাধার জন্যও ডিগ্রি ক্রয় করে নিলেন তিনি। মুদ্রার প্রভাবে কি না হয়! একালে আবার সেই পুরনো গল্প নতুন আধারে পরিবেশন হচ্ছে। এখনকার উচ্চমার্গের রাজপুরুষ তাঁর ডিগ্রির বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন কিনা তা না জানা গেলেও নিন্দুকেরা বলে, সাহায্যকারীরা শিক্ষাক্ষেত্রের অতিউচ্চপদে উঠে পড়তে পেরেছেন তাদের সেই ডিগ্রি প্রদানজনিত সহায়তার কারণে। তবে বিধি বাম, আর তাই ভিন্ন কারণে রাজপুরুষকেও কিনা কারান্তরালে গমন করতে হয়! হেনস্থা হতে হচ্ছে সাহায্যকারীদেরও। যদিও জলদাপাড়া নামক স্থানের বিখ্যাত চতুষ্পদ বাসিন্দাদের মতো তাঁরা যাবতীয় নিন্দামন্দের ধাক্কা পুরু গাত্রচর্মের দ্বারা সামলে নিচ্ছেন বা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এইসব পুরনো গল্প বা নতুন প্রায়-গল্পের পেছনে যে ভয়ঙ্কর সত্যতা লুকিয়ে রয়েছে তাও প্রায় সকলেই জানেন। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাটা কি? শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতা কেউই সঠিক জায়গায় নেই। বাজারের আর পাঁচটা সব্জির মতো যাঁরা শিক্ষকতার কাজ কিনে নিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব কতটা সম্মানজ্ঞাপক হবে? আর, অযোগ্যতা ঢাকতে যাঁরা অজস্র মুদ্রার বিনিময়ে শিক্ষক হয়েছেন, তাঁরাই বা কী শেখাবেন?

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার,দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

বাল্যপ্রেমিকা

- খোকন বর্মন

কাঁঠালপাতা দিয়ে কত কি না কিনে
আনতাম সংসার করব বলে
মাটির ভাত, ঘাসের সবজি খেয়ে
দিব্যি বিশ্রাম নিতাম গাছতলায়।
দুর্বাঘাসের আংটিতে লেপটে ছিল
আমাদের ভবিষ্যৎ
বিনা কারণেই বাঁশের পাতার চুরি
বানিয়ে ইমপ্রেস করতাম তোমাকে।
সময় টা ঠিক চলছিল নারকেল পাতার
ঘড়িতে
আজ কাঁঠালগাছের দিকে তাকালে খুব
হিংসে হয় বয়সটার প্রতি
পারি না তাকাতে তোমার দিকেও।

চাষার মুখত আর নাই রে সেই গান

সুবীর সরকার

রংধামালির কাছে তিস্তা যেখানে বেঁকে গেল কিংবা দোমহনির পাশে আমি একা একা ঘুরি। নিতাইদের চর খুঁজি। সাত দিন ধরে মস্ত এক হাতির তিস্তার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়া সেই হাতিডোবার চরে অগণন পাখিদের উড়ে যাওয়া ঝাঁক। পাখিদের ডানার ছায়া তিস্তা চরের বুকে।

আমি ইতিকথা উপকথা কিংবদন্তি আর ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করতে পারি না তিস্তা নদীকে। আসলে নদী তো ইতিকথা ইতিহাসের খুব অন্দরেই বাস্তু সাপের মতন ঘুমিয়ে থাকে। আমি দেখি রাতের তিস্তায় জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর বজরা ভেসে চলে। সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সন্ন্যাসী ফকিরেরা তিস্তায় ভেসে ভেসে ঢুকে পড়ছে বৈকুণ্ঠপুরের আদিম জঙ্গলে। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজা দর্পনারায়ণ শিকারে যাচ্ছেন তিস্তার কিনার কিনার দিয়ে। আবার তিস্তা পারের জনপদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাণী অশ্রুমতি। রাণীহাট বসাবেন। সেই হাট ক্রমে মস্ত এক হাট হয়ে উঠবে।

তিস্তায় জেগে থাকা মস্ত এক চর বসতিতে বেগুন ক্ষেতের পাশে গানের জুলুস। ঝাঁকড়া চুলের হরেকান্ত গিদাল একের পর এক গাইতেই থাকবেন মানুষের জীবন জড়ানো কত কত গান। বাদ্য বাজবে। বাজনা বাজবে। বাতাসের ভেতর ঘুরে বেড়াবে অলৌকিক সেই গানের সুর-

"তিস্তা পারের সোনার কইন্যা হে
না করেন আর মন গোসা রে"

নদীর পারে পারে মানুষের ঘরবসতি থেকে, নদীর চরের ভেতর থেকে মানুষেরা ছুটে আসে এই গানের টানে।

২) শুকনো চরের বালু শরীর জুড়ে লেগে থাকা মরিচ বেচা পাইকার, রেডিও বাজাতে বাজাতে কিংবা বলা ভালো রেডিওতে গোয়ালপাড়ার গান শুনতে শুনতে এই প্রাক সন্ধ্যেতে কোন এক হাট থেকে ফিরতে ফিরতে বারবার কেন জানি আনমনা হয়েই পড়ছিল!

এই কুড়ি পঁচিশ মাইল পরিধি জুড়ে তার পরিচিতি মরিচ বেচা পাইকার। আবার পাইকারের রেডিও প্রীতির কারণে সম্প্রতি অনেকেই তাকে "রেডিও বাজা পাইকার" বলেও ডাকতে শুরু করেছে। প্রায় তিন কুড়ি বছর ধরে তার কাজ মরিচের পাইকারি। তার বাবা, বাবার বাবা সকলেই ছিল মরিচের পাইকার। সেই কবে যে সে তার আসল নাম নিজেই ভুলে গেছে তার কোন ঠায় ঠিকানা নাই! আচ্ছা, এই সব বিস্মরণ কি তাকে আনমনা করে দিয়েছে!

এইসব ভাবতে ভাবতে পাইকার তার অন্যমনস্কতা আর রেডিও সমেত গঙ্গাধরের ফেরিঘাটে এসে পৌঁছান। আর শুরু হয় ঘাটোয়ালের সাথে কিঞ্চিৎ হাসিমস্করা। তখন রেডিওতে বেজে উঠেছে আব্দুল জব্বারের গান-

"চাষার মুখত আর
নাইরে সেই গান"

৩) মাটি, মানুষ, উত্তরাঞ্চলের লোকজীবন আমার শিক্ষক। জনমভর এদের কাছ থেকেই শিখেছি। শিখি।

শিক্ষক দিবসে আমার উত্তরের মাটি আর মানুষকে আমার প্রণাম জানাই।

প্রবন্ধ

ঘুম

মানস চক্রবর্তী

আপনি কি ঘুমিয়েই জাগেন না জেগে ঘুমোন ? আমাদের ঘুমের অভ্যাস কি কৃত্রিম ? ব্যাসদেবের গীতার সাথে আধুনিক মলডোভায় জন্ম নেওয়া বিজ্ঞানী ক্লিটম্যান-এর গোপন সূত্র কি ? পরীক্ষার আগের রাতে কি রাত জেগে পড়লে ভালো নাকি ঘুমোলে ভালো? এসব জটিল প্রশ্ন। ছাড়ুন তো জটিলতা! একটা নিপাট সহজ প্রশ্ন করি

আপনার সকাল কিসে মধুর হয়? ধোঁয়া ওঠা দার্জিলিং-চা এ? নাকি ফ্লরিজ এর কেক এ? আমার অবশ্য সকাল ভালো হওয়ার প্রধান কারণ- আগের রাতের ভালো ঘুম। শুধু আমার নয় অনেকেরই তাই। প্রতি রাতে একই রকম ভালো ঘুম যদিও বিলাসিতা। মেলা ভার। তবুও আশা তো থাকে। এদিকে ঘুমহীনতার আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ঘুম ভেঙে যাবার জন্য যথেষ্ট। গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি পঞ্চাশের পরে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন মানুষ ঘুমের সমস্যায় ভোগেন। ষাটের কোঠা পেরোনোর আগেই প্রতি ৩ জনে ১ জন মানুষই মনে করতে থাকেন একা শুলে বোধহয় আরও বেশি ভালো ঘুম হয়। তাই বাড়িতে দোকা থাকলেও ঘুমের প্রত্যাশায় বিছানায় হয়ে যান একা। তাতে আরো ভালো ঘুম হয় কিনা - তা বিতর্কিত। ভারতে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৯ জন, প্রয়োজনের তুলনায় কম ঘুমোন। আর ২০ জনে ১ জন ঘুমের অসুখে ভোগেন। তবে মাথায় রাখুন, ভারতের এই তথ্য বিশেষ ঘুম সহায়ক-যন্ত্র বিক্রেতা এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির মার্কেট সার্ভেতে পাওয়া- তাই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তথ্যের সত্যতার চুল চেরা বিচার আমাদের কাছে নেই কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতার আভাস মেলে এই পরিসংখ্যানে। এছাড়াও জানতে পেরেছি ভারতীয় উপমহাদেশে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ঘুমের অভাবে ভোগেন। ঘুমের অভাব শুধুমাত্র মানুষ ও তার পরিবার নয়, দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ঘুম কম হতে থাকলে মানুষের ক্রনিক শারীরিক ও এবং মানসিক সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে যে সঠিক ঘুমের অভাবে কিভাবে ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, ক্যান্সার, ওবেসিটি বা স্থূলতা এবং হার্টের প্রবলেম বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। ভালো ভাবে না ঘুমোলে এই অসুখ গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই হয়ে যায় আরো কঠিন। ২০১০ সালে কাপুচ্চিও সাহেবের গবেষণায় আমরা জানতে পারি যে খুব কম ঘুম এবং খুব বেশি ঘুম দুটোই সমান ক্ষতিকর এবং তা মানুষের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়। অনুপম -রূপঙ্কর- শ্রেয়ার কথা মতো চলুন আরো 'গভীরে যাই'

ঠাট্টা করে বলা হয় সবকিছুই বেদ এ আছে । বেদে আছে কিনা তা দেখার সুযোগ না হলেও, গীতা কিন্তু ঘুম নিয়ে বেশ সাবধানী। গীতার অনুচ্ছেদঃ ৬ শ্লোক ১৬ তে স্পষ্ট দেখতে পাই যথেষ্ট ঘুম দরকার বনবাসী কঠোর যোগীর জন্যও। ঘুম কম হলে যোগীর সাফল্যের পথেও আসে বাধা। পন্ডিতরা ব্যাখ্যা করেছেন যে সঠিক সময়ে না ঘুমোলে ক্লান্তিতে চোখ আর মন বুজে আসতে পারে বিপদজনক সময়ে। ফল মারাত্মক। তবে সেই গীতাতেই উল্লেখ পাই (অনুচ্ছেদঃ ১৮ শ্লোক ৩৯) আলস্যের ঘুম- যে ঘুম নেশাতুর সেই ঘুম কিন্তু খাঁটি ঘুম নয়। প্রতিধ্বনি পাই কালিদাসের কুমারসম্ভবমেও। কালিদাস লিখেছেন শরীর ও মন মানবধর্ম রক্ষার অন্যতম অস্ত্র। আর ঘুমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে শরীর ও মন -দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি গীতা জানি না। খাঁটি কুমারসম্ভবম পড়ার সুযোগও হয়নি। এসব জীবনের বাঁকে পাওয়া নানা সিধুজ্যাঠাদের কাছ থেকে শোনা।

যদিও আমরা জীবনের অনেকটা সময় ঘুমিয়েই কাটাই তবুও ঘুম নিয়ে খুব বেশি আধুনিক গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতেই 'থ' হয়ে যাচ্ছি। ঘুমের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উল্লেখ পাওয়া যায় এরিস্টটলের লেখনীতে। উনি ঘুম-কে জীবনের পুনর্নবীকরণ এর উপায় বলে বাতলে ছিলেন। তারপর শতকের পর শতক কেটে গেছে। ঘুম নিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে বিজ্ঞান। ১৯২০ র আগে পর্যন্ত আমরা ঘুমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলেছি ঘুম কর্মনাশা। ঘুমের সময় মানুষের মন নিস্তেজ হয়ে থাকে। বলেছি ঘুমন্ত মানুষ নিস্কর্মের ঢেঁকি। শেষে এই বিজ্ঞানের-ই ঘুম ভাঙলো ১৯২০ সাল নাগাদ। মানুষ অবাক হয়ে জানতে শিখলো ঘুম অত্যাবশ্যকীয়। মানে ঘুম মোটেই ঘুমিয়ে থাকার সময় নয়। ঘুমিয়ে, মানুষ আসলে থাকে জেগে।

সারাদিন কাজ করে হাত-পা- মুখ। আর ঘুমের সময় সারা রাত ধরে জেগে জেগে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের ঘর-গেরস্থালি গুছিয়ে দেয়। আশ্চর্য ! তাই গভীরে যাও, আরো গভীরে যাও....

ব্যাপারটা ঠিক কী ? মানব শরীরে হালকা বিদ্যুৎ খেলছে সারাক্ষন। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কের বিদ্যুৎক্ষরণের গতিপ্রকৃতির জ্ঞান আমাদের জীবন রক্ষার কাজে খুবই কাজে আসে। আমাদের হার্টের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা জানার জন্য আছে ECG আর মস্তিষ্কের কাজকর্মের চাপ মাপার জন্য আছে ইলেক্ট্রো এনসেফালোগ্রাফি বা EEG। এই যন্ত্র মাথায় লাগিয়ে আমরা দেখতে শুরু করলাম মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী। জেগে থাকার সময় বা উত্তেজিত হলে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎক্ষরণ বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যায় বেড়ে। সেটা না হয় প্রত্যাশিত। কিন্তু ঘুমন্তমানুষের EEG করে বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম উড়ে যাওয়ার জোগাড়। তাহলে কি মেশিন ভুল? কিন্তু না। জানা গেল ঘুমিয়ে থাকার সময়ও আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করে যায় পুরো দমে। কিছু কিছু সময় রাতের মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী, দিনের কিছু সময়ের থেকেও অনেক গুণ বেশি। বেশ তাজ্জব ব্যাপার তাই না? মলডোভায় জন্মানো 'পাগল' বিজ্ঞানী ক্লিটম্যান আর তাঁর 'ততোধিক পাগল' আমেরিকান ছাত্র ইউজিন আসরিস্কি রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে ঘুমন্ত মানুষের ঘুম নিয়ে কাটাছেঁড়া করতেন। ১৯৩০ সাল নাগাদ ডক্টর ন্যাথানিয়েল ক্লিটম্যান ঘুম আর জাগরণর মধ্যে যে ছন্দ আছে সেই ব্যাপারে আমাদের আলোকিত করেন। জানতে পারলাম এই ছন্দ বিগড়ে গেলে বা ঠিকঠাক ঘুমের অভাবে মানুষের শরীরের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বাঁধা পরে। মনের সতর্কতা ভোঁতা হয়ে যায়। দুঃখজনক ভাবে ইউজিন মারা যান এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায়। রাত-দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত ইউজিন চালকের আসনে বসে চলন্ত গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ক্লিটম্যান-ইউজিনের ঘুম নিয়ে গবেষণার বছর দশেক পরে সুইস গবেষক ওয়াল্টার হেস খোঁজ পান যে মস্তিষ্কের একদম গর্ভগৃহে থ্যালামাস বলে একটা ছোট্ট অঙ্গ আমাদের ঘুম আর জেগে থাকার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে। এরও এক দশক বাদে ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী ক্র্যামার আর হফম্যান আমাদের সামনে তুলে আনলেন মানব শরীরের এক অদৃশ্য ঘড়ির কথা। নাম হল তার 'সার্কাডিয়ান ঘড়ি (ল্যাটিন ভাষায় Circa মানে আনুমানিক, Diem মানে দিন)। বৈজ্ঞানিক জগতে তোলপাড় পড়ে যাওয়া এই গবেষণায় আমরা জানতে পারলাম যে দেয়ালে ঘড়ি না থাকলেও কিভাবে আমাদের শরীর ও মন একটা নির্দিষ্ট ছন্দে চলে আসছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। দেয়ালে টানানো ঘড়ির কাঁটা আমাদের দুজোড়া চোখের সামনে না থাকলেও, ঠিক একটা সময় অন্তর আমাদের ঘুম পেয়ে যায়। একটা সময় অন্তর আমাদের খিদে পায়। আমাদের শরীরের হরমোন গুলোর ও নানারকম আবর্ত চলতে থাকে এই অদৃশ্য ঘড়ির প্রভাবে। মাসে মাসে মহিলাদের ঋতুচক্র পর্যন্ত চলতে থাকে এই ঘড়িতে ভর করে।

যদিও বিজ্ঞান প্রথমে এই ঘড়ির কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। পরবর্তী পনেরো কুড়ি বছর ধরে ফরাসি এবং জার্মান বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে মানুষকে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে শেষে এই ঘুম-ঘড়ি কে মান্যতা দেন। এই ঘুম ঘড়ির অমোঘ নির্দেশে চলে আমাদের শরীর-মন। বাড়ির দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা ভুল থাকলে দৈনন্দিন কাজ কর্মের ব্যাঘাত ঘটে। ঠিক তেমন-ই, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যের জৈবিক ঘড়িকে অনিয়মিত করে তুললে শারীরবৃত্তিয় কার্যপ্রণালী বিভ্রান্ত হয়ে ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্য। এখানেই শেষ নয়। ঘুম নিয়ে চাঞ্চল্যকর আরও তথ্য পাওয়া গেলো EEG পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে। শুনবেন সেকথা? ধৈর্য ধরতে হবে কারণ এ এক জটিল আঙ্কিক।

গবেষণা লব্ধ EEG-র রেখা খুঁজে খুঁজে ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের কার্য-প্রণালীকে মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা হলো। একটা হল REM ঘুম আর আরেকটা হলো non-REM ঘুম। একটা non-REM আর একটা REM ঘুম মিলে হয় একটা স্লিপ-সাইকেল বা ঘুম-আবর্ত। ধরে নিন এটা ঘুমের এক-একটা শিফট। একটা ঘুম-আবর্ত ১ থেকে ২ ঘন্টা চলে। আর কয়েকটা ঘুম আবর্ত নিয়ে আমাদের পুরো রাতের ঘুম।

ঘুমটা শুরু হয় non-REM স্লিপ প্যাটার্ন বা non-REM ঘুম দিয়ে। এই non-REM (non-Rapid Eye Movement) ধরনের ঘুমেরও তিন রকমের ভাগ রয়েছে। একেক রকম ভাগে মস্তিষ্কের তড়িৎ ক্ষরণ একেক রকম হয়। এই সময়ে ঘুমের মধ্যে কখনও কখনও আমরা প্রলাপ বকি বা দাঁত কিড়মিড় করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারো বিছানাও ভিজে যায়। এরপরেই আসে REM (Rapid Eye Movement) ঘুম। এইরম ঘুমে আমাদের বন্ধ চোখের মনি গোল গোল করে ঘুরতে থাকে- আমরা দেখি স্বপ্ন। হাত পায়ের মাংসপেশি হয়ে যায় একদম নিস্তেজ। যাতে আমরা স্বপ্ন দেখে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে না শুরু করি। ঘুমন্ত মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটির ছন্দ কে যদি আমরা দামামা বাজানো বা ড্রাম বাজানোর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে কিছু সময় মস্তিষ্কের সব অংশ খুব সমবেতভাবে ড্রাম বাজিয়ে চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সময় এই ড্রামের আওয়াজ খুব দ্রুত ছন্দে চলে। আর তার পর স্বল্প কয়েক মিনিট এই ড্রামের আওয়াজ চলতে থাকে একদম দৃঢ় কিন্তু ধীর লয়ে। শুধু এই সময়টায় আমাদের স্মৃতি শক্তি হয়ে ওঠে প্রখর। **(চলবে)**

বই রিভিউঃ

স্মৃতির মনিকোঠায় এক অন্য রাজকুমারির গল্প

পার্থ নিয়োগীঃ সুবীর সরকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দুই বাংলা তাকে কবি হিসেবেই বেশি চেনে। কিন্তু গদ্য সাহিত্যেও সমান সাবলীল তিনি। পেশায় শিক্ষক। আর নেশা ? অবিভক্ত উত্তরের জনপদ মাটি পাথার ও ভূমিলগ্ন জনমানুষে মেশা। আর এই মাটি আর মাটি সংলগ্ন মানুষকে তিনি শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান নিখিলেশ রায়ের কাছ থেকে। আর 'মাটিয়াবাগের রাজকুমারী' বইটি তিনি ডঃ নিখিলেশ রায়কে উৎসর্গ করেছেন। বইটির কথামুখ কে ভূমিকা না বলে লেখক দুচার কথা বলেছেন। আর এই দুচার কথার মাঝে লেখক বলেছেন তিনিও আর দশটা মানুষের মত স্মৃতির মধ্যে ডুবে যান। আর এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু স্মৃতি থাকে যা কোনদিন ভোলা যায়না। লেখকের স্মৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে গৌরীপুর শহর ও গৌরীপুর রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ির রাজকন্যা প্রতিমা বড়ুয়া হয়ে উঠেছিলেন লেখকের আপনজন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি মিশে গিয়েছিলেন এই রাজবাড়ির ইতিহাসের সাথে এবং অবশ্যই লোকগান,হাতি ও মিথের সাথে। মধ্যরাত পর্যন্ত মাটিয়াবাগ প্রসাদে প্রতিমা বড়ুয়ার লোকগান শোনার অভিজ্ঞতা আছে লেখকের। প্রতিমা বড়ুয়াকে লেখক নিজের শিক্ষক হিসেবেই দেখেছেন। তিনি দেখেছেন প্রতিমা বড়ুয়াকে যখন মৃত্যুর পর চিতায় তোলা হচ্ছিল তখন লোকশিল্পীরা দোতারা বাজিয়ে গাইছিল 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন ও মোর মাহুত বন্ধুরে' ।

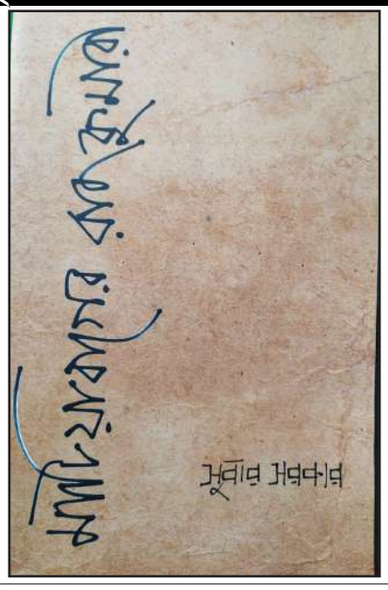

লোকগানের রানীকে রাজকীয়ভাবে তার সহ শিল্পীরা বিদায় জানাচ্ছেন। এমনই সব প্রতিমা বড়ুয়াকে তার নিজের চোখে দেখা দৃশ্যকে লেখক কলমের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা নিঃসন্দেহে লেখকের এক অভিনব প্রয়াস প্রতিমা বড়ুয়াকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার। প্রথমেই উঠে এসেছে বসন্ত মালি, সুধীর রায়, সীতানন্দ বড়ুার ঢোল দোতরা সারিন্দা নিয়ে সারারাতের গানবাজনা সেরে ফিরে আসার কথা। আর সেসময়ই বসন্তের মনে আসে তামারহাট জঙ্গল থেকে সেই কবে বুনো দাঁতালের গৌরীপুর শহরে ছুটে আসার দৃশ্য। আর সেই বুনো দাতাল কে বাগে এনেছিল লালজি রাজা। একই সাথে মনে পড়ে রাজাবাহাদুরের বড় কন্যা নীহার রাজকুমারীর বাঘ শিকারের গল্পগাথা। একসময় এই রাজবাড়ি ও উচু টিলাকে নিজের অতীতের কালখন্ডের খুব কাছাকাছি পৌছে দিতে চাইলেও রাজকুমারী নিজেকেস্মৃতিকাতর করে তুলতে চাননি। কারন তার যে চাই কেবল গান। গৌরীপুরের মাহুত বন্ধুদের নিয়ে গদাধরের পারে হেঁটে বেড়াবার সময় সে যেন আবডাল থেকে দেখে ফেলে জ্যেঠোবাবাকে। একটু পরেই ভ্রম ভাঙ্গে রাজকুমারীর জ্যেঠোবাবা অর্থাৎ লালজি রাজা আর নেই। লেখকের কলমে উঠে এসেছে গোটা রাজপরিবারের রাজবাড়ির আভিজাত্য ভেঙে সাদাসাপটা ধুলোমাখা জনতার ভেতর মিশে যাবার দৃশ্য। উচু টিলার ওপর অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যাওয়া লালজী রাজার প্রিয় প্রতাপ সিং নামের হাতিটির সমাধির ওপর ফুল ছড়াতে ছড়াতে রাজকুমারীর শৈশবের মনে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য অসাধারন ভাবে তুলে ধরেছে লেখক। আসলে প্রতিমা বড়ুয়া কে তুলে ধরা মানে যে কেবলমাত্র ব্যাক্তি প্রতিমা বড়ুয়া নয়। সেটা তার সাথে মিশে বেশ ভালরকম বুঝেছেন লেখক। স্বাভাবিকভাবে প্রতিমা বড়ুয়ার কথা তুলে ধরতে হলে অবশ্যই উঠে আসবে টিলার ওপর গৌরীপুর রাজবাড়ি, গদাধর নদী, রুপসীর জঙ্গলবাড়ি,গৌরীপুরের আকাশ বাতাস এবং অবশ্যই সেই অঞ্চলের লোকগান। আর মাঝেমধ্যেই সেই গানের লাইন তুলে ধরে এক মায়াময় ছবি পাঠকের সামনে অসাধারন মুনশিয়ানার মধ্যে তুলে ধরেছেন লেখক। 'ঝিকো ঝিকো কড়ি রে/ আঞ্চলে বান্ধিয়া রে/ যায় নীলীমণ গৌরীপুরের হাটরে' প্রতিমা বড়ুয়ার বিখ্যাত এক গান। লেখক নিজেকে অজান্তে অন্য এক দুনিয়ায় নিয়ে যান আর লক্ষ করেন ঢোলবাশিসারিন্দার মিশ্রণে বেগবতী সেই গান যেন গড়িয়ে গড়িয়ে টিলা থেকে নামতে থাকে গদাধরের দিকে। তামারহাটের দিকে উড়ে যাওয়া রাজবাড়ির টিয়া। আর তখনই রাজার বেটি প্রতিমা বড়ুয়া গান ধরেন ' লাল টিয়া কি টিয়া রে তোর/ ভাসাঁ নলের আগালে/বিনা বাতাসে ভাসা ঢোলে রে'। বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন গানের সুরে ধরা দেয় গৌরীপুরের প্রকৃতি। এভাবেই চলতে চলতে কবে যে তিনি হস্তীকন্যায় রুপান্তরিত হয়েছেন। সেটা রাজকুমারী নিজেও বুঝে ওঠেনি।

প্রকাশিত হল সুবীর সরকারের নতুন গদ্যের বই

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের 'এক পশলা বৃষ্টি' আড্ডাঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেল কবি ও গদ্যকার সুবীর সরকারের গদ্যের বই 'লোকোশোলোক'। জগদীশ আসোয়ার বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবু তালেব আজাদ, দেবজ্যোতি রায়, সুদীপ্ত মাজি, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, শৌভিক বণিক, সুমন গোস্বামী সহ আরও সাহিত্যের বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে চমৎকার ভাওয়াইয়া পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা আদায় করে নেন চৈতন্যদেব রায়। লেখালেখির জীবনের দীর্ঘ জার্নির কথা নিজমুখে তুলে ধরলেন লেখক সুবীর সরকার। এদিনের প্রকাশিত বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অধ্যাপক ভগীরথ দাস। 'লোকোশোলোক' থেকে পাঠ করে শোনান সহেলী দে ঘোষ। প্রকাশক সুরজিৎ বণিক গ্রন্থ নির্মাণের পর্বগুলি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। সঞ্চালনার দায়িত্বে অম্বরিশ ঘোষ ছিলেন অসাধারণ। সব মিলিয়ে এদিনের বই প্রকাশের অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল চাদের হাট।

দক্ষিণ দিনাজপুরে এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করল কোচবিহারের ছায়ানীড়

দক্ষিণ দিনাজপুর: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডস বিষয়ক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান শুরু করল কোচবিহার ছায়ানীড়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে 'নবদিশা' নাটক এবং গানের মাধ্যমে চলছে এই প্রচার অভিযান। 'নবদিশা' নাটকটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে এইডস ছড়ায়, এর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং এইচআইভি সংক্রান্ত আইন।

স্বাগত পাল নির্দেশিত নবদিশা নাটকটিতে অভিনয় করেছেন চন্দ্রচুর দে, নিরঞ্জন মুখার্জী, তালেব হোসেন, বাপ্পি দাস, সঞ্চয়ন পাল এবং স্বাগত পাল।

দ্বাদশ শিশু কিশোর নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থা আয়োজিত দ্বাদশতম শিশু কিশোর নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল ৫-৮ ই সেপ্টেম্বর। ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে ছোটোদের থিয়েটার স্কুল থেকে নাটকের জন্য হাঁটুন পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী,সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মতো। শহর পরিক্রমা করে পদযাত্রা শেষ হয় নবনির্মিত রবীন্দ্র ভবনে। পদযাত্রার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আশীষ কুমার সিংহ রায়।

৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভবন মঞ্চে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগীত নাটক, নৃত্য ও দৃশ্যকলা রাজ্য একাডেমির সচিব ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার শুভাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, আইসি অমিতাভ দাস,সাহিত্যিক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার প্রমুখ। প্রথমদিন আয়োজক সংস্থার নাটক গুটিয়া বাহাদুর এককথায় অনবদ্য। অসাধারণ সেট, অভিনয় ও আবহ নাটককে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। তমোজিত রায়ের নির্দেশনায় একসাথে পয়ত্রিশ জন কুশীলব সকলেই খুব সুন্দর অভিনয় করেছে। বিহারের লোকগাথার আঙ্গিকে চাঁদের বুড়ী র তত্ত্বাবধানে থাকা পরীরা চায় মুক্ত হয়ে ঘুরতে। বুড়ি তার ইচ্ছন বিচ্ছন কে ওদের দেখভাল করার জন্য পাঠায়। ছোটপরী কি করে গুটিয়াকে সাথে নিয়ে জাদুকরীর কবল থেকে গয়লা বুড়ীকে উদ্ধার করে, সেটা আশ্চর্য ও রোমাঞ্চকর।

দ্বিতীয় নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতা অবলম্বন করে দৃষ্টিহীন সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা মঞ্চস্থ করে। দৃষ্টিহীন পরিচালক সুভাষ দে র অসামান্য নিপুনতায়

নাটক হয়ে ওঠে জীবন্ত।

৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার ধুমকেতু পাপেট থিয়েটার র পুতুল নাটক রাজার মাথায় শিং জানা গল্প হলেও ছোটো বড়ো সকল দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। পরের নাটক ছিল জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর গনশা রে। তমোজিত রায়ের নির্দেশনায় রাজবংশী ভাষায় রচিত দারুণ নাটক দর্শকদের শেষ পর্যন্ত আসনে বসিয়ে রেখেছে। আলো, সাউণ্ড, সেট ও অভিনয় সবটাই মনোগ্রাহী। বর্তমান কালে গ্রামের ভোলা ভালা গনশাকে আধুনিক করে তুলতে কি করে তার বাবা মায়ের পদস্খলন হলো। প্রচার সর্বস্ব যুগের ফাঁদ সর্বত্র,লোভ সর্বগ্রাসী, তার থেকে যেন কারো মুক্তি নেই।

শেষদিন ছোটোদের থিয়েটার স্কুলের প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য দেখে সকলেই বাকরুদ্ধ। ছোটো ছোটো মেয়েরা অসাধারণ নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করলো। আলো, সেট ও পোশাক সবকিছুই নিখুঁত।

প্রকৃতির চরিত্রে সমাদৃতা সান্যাল ও মায়ের চরিত্রে সৃজা পাঠক অসামান্য শৈল্পিক রূপ প্রকাশ করেছে।

শেষ নাটক ছিল কলকাতার চেতলা কৃষ্টি সংসদ এর ইচ্ছেমতো, নির্দেশনা পিনাকী গুহ।

বর্তমান কালে অভিভাবকদের চাপে শৈশব কৈশোর হারিয়ে যাওয়ার টুকরো টুকরো কোলাজ মিলে একটা সফল নাটকে রূপান্তর।

নবনির্মিত রবীন্দ্র ভবনের চত্বরে নাটকের পরিবেশ বজায় রেখে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল।

আনুষ্ঠানিকভাবে মোড়ক উন্মোচন হল "কুচবিহার রাজবংশের জ্ঞাতি জায়গীর চিলাখানার রাজগণ-বৃত্তান্ত"

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি কোচবিহার রাজবংশের সদস্য তথা হেরিটেজ কমিটির সদস্য কুমার মৃদুল নারায়ণের বাসভবনে কুমার মৃদুল নারায়ণ ও অভিজিৎ দাসের যৌথভাবে লেখা "কুচবিহার রাজবংশের জ্ঞাতি জায়গীর চিলাখানার রাজগণ-বৃত্তান্ত" বইটির মোড়ক উন্মোচিত হল এবং সেইসাথে কুচবিহার রাজবংশের পূর্ণাঙ্গ বংশতালিকাও উন্মোচিত হয় এদিন। এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ, কুমার মৃদুল নারায়ণ, নরেন্দ্রনাথ রায়, ভগীরথ দাস, গৌরহরি দাস, ঋষিকল্প পাল, রতন বর্মন, প্রাণপ্রতিম পাল, শশীকেশ রায়, ধৃতশ্রী রায়, অভিজিৎ দাস, শচীন বর্মন, আবির ঘোষ ও মৌ নারায়ণ সহ আরও বিশিষ্টজন। এমন একটি আনন্দঘন পড়ন্ত বিকেলে এই অসামান্য গুণী মানুষের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হল মন ও মনন।

সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও বই উন্মোচনের অংশীদার হয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল। কোচবিহারের রাজবংশের অনেক অজানা তথ্য সমৃদ্ধ বইটি পাঠক মহলে ও কোচবিহার গবেষক দের কাছে এক অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি পাবে এটা নিশ্চিত।

বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন পাইকান পাবলিকেশন। যোগাযোগের নম্বর:-৯৫৬৩০২৪১৮০.

ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিম

শিলিগুড়ি: ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিম হল ভারতের প্রথম ইকুইটি-কেন্দ্রিক ফান্ড (১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল) এবং ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পদ সৃষ্টি করার ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এর।

ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিম হল একটি ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি স্কিম, যার প্রধান লক্ষ্য সেইসব লার্জ ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে লগ্নি করা যেগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে। এই ফান্ড স্টক বেছে নেওয়ার জন্য গ্রোথ অ্যাট রিজনেবল প্রাইস (GARP) লগ্নি শৈলী ব্যবহার করে। অর্থাৎ একটি কোম্পানির আয়ের আন্ডারলাইং বৃদ্ধি অনুযায়ী তার স্টক কিনে পোর্টফোলিওতে যোগ করতে হলে উপযুক্ত দাম দিতে হবে।

এই ফান্ডের লক্ষ্য সেইসব কোম্পানিতে লগ্নি করা যেগুলো নিয়ন্ত্রিত ঋণ, ধারাবাহিক রেভিনিউ বৃদ্ধি, লাভজনক থাকার উপর জোর, পুঁজির মূল্যের চেয়ে পুঁজি থেকে বেশি রিটার্ন এবং ধারাবাহিক ব্যবহারিক নগদের জোগানের কারণে মূল জায়গাগুলোতে শক্তিশালী। তেমন কোম্পানিগুলো ভবিষ্যতে আরও বড় হওয়ার জন্য মুক্ত নগদের জোগান সৃষ্টি করতে পারে এবং উপস্থিত যে শেয়ারগুলি আছে সেগুলির মূল্য কমে যাওয়া এড়াতে পারে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড হিসাবে শ্রেণিভুক্ত ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিমের পোর্টফোলিওতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইনফোসিস লিমিটেড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ভারতী এয়ারটেল লিমিটেড, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এইচডিএফসি লিমিটেড, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং কোটক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মত অগ্রগণ্য কোম্পানি আছে। জুলাই ৩১, ২০২২ তারিখে এই স্কিম এই মুহূর্তে অটোমোবাইল ও অটো কমপোনেন্ট, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, উপভোক্তা পরিষেবা, টেলিকমিউনিকেশন ও ক্যাপিটাল গুডসে ওভারওয়েট এবং তেল, গ্যাস ও কনজিউমেবল ফুয়েল, FMCG, ধাতু ও খনিজ, বিদ্যুৎ ও আর্থিক পরিষেবায় আন্ডারওয়েট। জুলাই ৩১ তারিখে এই ফান্ডের তহবিলের পরিমাণ ৭.৩৮ লক্ষ লগ্নিকারী সমেত ১০,১৩৬ কোটি। এই ফান্ডের লক্ষ্য দীর্ঘ মেয়াদে ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অথবা আয় বিতরণে সক্ষম হওয়া। এই ফান্ড উপরের বর্ণনা মত লগ্নি করার ক্ষেত্রে একটি নিয়মানুবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি নেয় এবং চালু হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর বার্ষিক লভ্যাংশের অবিরল ধারা বজায় রেখেছে। ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিম মোট ৪,২০০ কোটি টাকারও বেশি লভ্যাংশ বিলি করেছে। এই স্কিমের পোর্টফোলিওর উলট পালট কম। ইউটিআই মাস্টারশেয়ার ইউনিট স্কিম চালু হওয়ার সময় থেকে জুলাই ৩১, ২০২২ পর্যন্ত এই ফান্ড ১৫.৬০% রিটার্ন (CAGR) দিয়েছে। একই সময়ে S&P BSE 100 TRI বেঞ্চমার্কের রিটার্ন ১৪.২৬%। উপরন্তু ফান্ড চালু হওয়ার সময়ে লগ্নি করা ১০ লক্ষ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৯৯ কোটি টাকা। একই সময়ে S&P BSE 100 TRI বেঞ্চমার্কের রিটার্ন ১১.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ৩৫ বছরে প্রায় ১৮০ গুণ রিটার্ন পাওয়া গেছে।

অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২২

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন-ডট-ইন'এর উৎসবকালীন ইভেন্ট অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২২' আরম্ভ হবে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে। এতে আর্লি অ্যাক্সেসের সুযোগ পাবেন প্রাইম মেম্বাররা। অগণিত 'স্মল মিডিয়াম বিজনেস'এর (এসএমবি) বিশাল পণ্যসম্ভার থেকে খুব সহজে কেনাকাটার সুবিধা এনে দেবে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল। অ্যামাজন লঞ্চপ্যাড, অ্যামাজন সহেলি, অ্যামাজন কারিগর ইত্যাদি অ্যামাজন প্রোগ্রামের সেলারদের প্রোডাক্ট ছাড়াও নামী ভারতীয় ও গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পণ্যসামগ্রীও পাওয়া যাবে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে। এই উপলক্ষে এবার ২০০০-এরও বেশি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে এবং সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলির প্রোডাক্টও পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন ৭৫০০ টাকা অবধি রিওয়ার্ড জেতার সুযোগ পাবেন। তাদের শুধু 'অ্যামাজন পে' ব্যবহার করে বিল পেমেন্ট, ফোন রিচার্জ, টাকা ভরা বা টাকা পাঠানোর মতো কাজ করতে হবে। এই রিওয়ার্ড 'রিডীম' করা যাবে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন।

প্রসঙ্গত, অ্যামাজনের সকল ফুলফিলমেন্ট সেন্টার, সর্টেশন সেন্টার ও ডেলিভারি স্টেশনের অ্যাসোসিয়েট ও পার্টনারগণ গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালের প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন। ১৯টি রাজ্যে থাকা অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ৬০টিরও বেশি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার ও সর্টেশন সেন্টার এবং অ্যামাজনের নিজস্ব ও পার্টনার-চালিত ১৮৫০টি স্টেশন আসন্ন উৎসবের মরশুমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়াও ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত রয়েছেন ২৮০০০ 'আই হ্যাভ স্পেস' পার্টনার ও অজস্র 'অ্যামাজন ফ্লেক্স' ডেলিভারি পার্টনার।

অ্যালকেমির এমার্জিং লিডারস অফ টুমরো স্কিম

কলকাতা: অ্যালকেমি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড III বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলের অধীনে অ্যালকেমি এমার্জিং লিডারস অফ টুমরো নামে একটি নতুন স্কিম চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই অ্যালকেমি হল ভারতে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গুলির মধ্যে অন্যতম। একটি নতুন সিএটি III এআইএফ স্কিমের অধীন এই লিডারস অফ টুমরো চালু করেছে অ্যালকেমি। চার বছরের মেয়াদসহ এই স্কিমের লক্ষ্য হল ৫০০ কোটি এবং তারও বেশি টাকার দীর্ঘমেয়াদী মূলধন প্রদান। এই নতুন তহবিলটি শুরু করার উদ্দেশ্য হল ছোট এবং মিডক্যাপ কোম্পানিগুলির বিপুল বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে পুঁজি করতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়া।

তহবিলের পোর্টফোলিওতে সাধারণত ২০-২৫টি স্টক থাকে, যা একটি বটম-আপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়। যার উদ্দেশ্য ভাল আর্থিক, এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার সাথে কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করে বাজারের অবস্থানের উন্নতির দিকে পরিচালিত করা।

আলকেমি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের সিইও হীরেন বেদ বলেন, আলকেমি ইমার্জিং লিডারস অফ টুমরোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হল অনেক উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেল সহ নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে বাজি ধরা।

মাউন্টেন ডিউ-এর নতুন ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: ভারতের যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাউন্টেন ডিউ একটি নতুন ক্যাম্পেন শুরু করল। এই ক্যাম্পেন্ন গ্রাহকদের জীবনযুদ্ধে ভয় অতিক্রম করে জয় নিশ্চিত করার উৎসাহ জোগাবে।

কোনও প্রতিকূল অবস্থা ও ভীতির মুখে একেকজন মানুষ একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান। মাউন্টেন ডিউ-এর নতুন টিভিসি সমাজের সর্বক্ষেত্রের মানুষকে যেকোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার প্রেরণা জোগাবে। এই ফিল্মে দেখানো হয়েছে চ্যালেঞ্জের মুখে মানুষ দুইভাবে কাজ করেন – ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন ও পিছু হটেন অথবা ভয়কে জয় করেন ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান। এভাবেই অন্যদের থেকে 'রিয়াল হিরো'দের পৃথকভাবে চিনে নেওয়া যায়। মাউন্টেন ডিউ-এর ক্যাম্পেন ও টিভিসি প্রচারিত হবে টিভি, ডিজিটাল, আউটডোর ও সোস্যাল মিডিয়ায়। মাউন্টেন ডিউ পাওয়া যায় সিঙ্গল/মাল্টি সার্ভ প্যাকে-আধুনিক ও চিরাচরিত রিটেল আউটলেটে এবং অগ্রণী ই-কমার্স প্লাটফর্মগুলি থেকে।

উৎসব উপলক্ষে মেলোরার ১৮ হাজার ডিজাইন

মুম্বই: গোল্ড জুয়েলারি ব্র্যান্ড মেলোরা বর্তমানে ভারত, ইউএই, ইউএসএ, ইউকে ও ইউরোপের ২৬ হাজারেরও বেশি পিন কোড এলাকায় উপস্থিত রয়েছে। এবার পুজো ও উৎসবের মরশুম উপলক্ষে মেলোরা প্রতি শুক্রবার ৭৫টি গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারির ডিজাইন লঞ্চ করবে। ইতিমধ্যে মেলোরার নতুন অ্যাড ক্যাম্পেন হরঘরমেলোরা চালু করা হয়েছে হিন্দি, ওড়িয়া ও বাংলায়। ইতিমধ্যে মেলোরার মোট অর্ডারের ১৮% এসেছে দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে। মেলোরার ৪টি নতুন ফেস্টিভ কালেকশন লঞ্চ হতে চলেছে।

সম্প্রতি কলকাতা, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর ও গুয়াহাটিতে মেলোরা এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার খুলেছে। প্রতি সপ্তাহে ৭৫টি ডিজাইন লঞ্চ করার পাশাপাশি মেলোরা ভারতের সকল প্রান্তে তাদের জুয়েলারির সম্ভার পৌঁছে দিতে সচেষ্ট রয়েছে।

স্যামসাঙের নো মো ফোমো ফেস্টিভ্যাল সেল

শিলিগুড়ি: স্যামসাঙের নো মো ফোমো ফেস্টিভ্যাল সেল (NO MO' FOMO festival sale) শুরু হয়েছে। এই সেলে মেগা অফার ও প্রচুর ক্যাশব্যাক দেওয়া হচ্ছে স্যামসাঙ গ্যালাক্সি স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, অ্যাক্সেসরিজ, উইয়্যারেবলস ও স্যামসাঙ ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্সেসের ওপর। অফারের সুযোগ পাওয়া যাবে স্যামসাঙ ডট কম, স্যামসাঙ এক্সক্লুসিভ স্টোর্স ও নতুন স্যামসাঙ শপ অ্যাপে। স্যামসাঙ অ্যাপ থেকে যারা প্রথম কেনাকাটা করবেন তারা ৪৫০০ টাকা অবধি বাড়তি ছাড়ের সুবিধা পাবেন। নো মো ফোমো ফেস্টিভ্যাল সেল চলাকালীন গ্রাহকরা গ্যালাক্সি স্মার্টফোনে ৫৭% পর্যন্ত ছাড় পাবেন। গ্যালাক্সি ট্যাবলেট, উইয়্যারেবলস ও অ্যাক্সেসরিজ কেনার সময় ৫৫% অবধি ও নতুন গ্যালাক্সি ল্যাপটপ কেনার সময় ৩০% পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। এইচডিএফসি ব্যাংক ও আইসিআইসিআই ব্যাংক ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটায় ১৫% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে। শুধু স্মার্টফোন নয়, স্যামসাঙ টিভি কেনার সময়ে ৪৮% অবধি ছাড়ের সুযোগ মিলবে। স্যামসাঙ ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্সেস ক্রয়ে ৪৩% পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। স্যামসাঙ ডট কম ও স্যামসাঙ শপ অ্যাপে 'বাই মোর সেভ মোর' অফারের সুযোগ নিয়ে দুইটি বা তার বেশি প্রোডাক্ট কিনলে অতিরিক্ত ৫% ছাড় পাবেন গ্রাহকরা।

স্বাস্থ্যকর নবরাত্রির প্রতীক হয়ে উঠুক আমন্ড বাদাম

কলকাতা: বিভিন্ন রাজ্যে তাদের নিজ নিজ রীতিনীতি অনুযায়ী দেশব্যাপী পালিত হয় নবরাত্রি। বিশেষ করে গুজরাটে খুব ধুমধাম সহকারে পালিত হয় নবরাত্রি। আর গুজরাটে নবরাত্রি মানেই হল মুখরোচক খাবার। সুতরাং এই নবরাত্রি উপলক্ষে খাবারের আয়োজন করা মানেই হল মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর খাবারের ভারসাম্য বজায় রাখা।

আর স্বাস্থ্যকর খাবারের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে আমন্ড বাদামের কথা। কারণ আমন্ডে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, তামা, জিঙ্ক, আয়োডিন ইত্যাদির মতো ১৫টি পুষ্টির উৎস। যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন ই এর একটি সমৃদ্ধ উৎস হিসাবেও পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পলিফেনল সরবরাহ করে। এগুলি উন্নত ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই উৎসবের সময় এই ধরনের একটি বৈচিত্র্যময় অত্যন্ত জরুরী।

লঞ্চ হল লিফটের ওয়্যারলেস সফ্টওয়্যার ডিভাইস

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় লিফ্ট এবং এসকেলেটর প্রস্তুতকারক সংস্থা জনসন লিফটস তার লিফটে একটি আইওটি "ওয়াচ" নামে একটি ওয়্যারলেস সফ্টওয়্যার ডিভাইস লাগিয়েছে। উল্লেখ্য, এই ওয়াচ হল চ্যানেলাইজ এবং হোস্টের সমস্যা সমাধানকারী ওয়্যারলেস অ্যাসেসমেন্ট। যা লিফটকে এই আইওটি ডিভাইসের মাধ্যমে ডেটা সেন্টারের সাথে যুক্ত করে। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আপাদকালীন পরিস্থিতিতে তথা হঠাৎ লিফট বন্ধ হয়ে গেলে বা কোন টেকনিক্যাল ত্রুট হলে খুব সহজেই যেমন লিফট নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে তেমনি লিফটের রিয়েল-টাইম মনিটরিং করাও সহজ হবে। যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তাহলে এই রিয়েল-টাইম মনিটরিং-এর মাধ্যমে তদন্তের কাজে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে।

ওয়াচ লঞ্চের সময়, জনসন লিফ্টের কান্ট্রি হেড-মার্কেটিং অ্যালবার্ট ধীরাভিয়াম বলেন, এই ওয়াচ ফিচার চালু করতে পেরে আমরা গর্বিত। যা লিফটের আচরণ ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে লিফটের কর্মক্ষমতাকে উন্নত করে।

সোনি ইন্ডিয়ার এইচটি-এস৪০০ সাউন্ডবার

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল পাওয়ারফুল ওয়্যারলেস সাবউফার-সহ এইচটি-এস৪০০ সাউন্ডবার। এই সাউন্ডবার পাওয়ারফুল অডিয়ো এক্সপিরিয়েন্স দেবে, কারণ এতে রয়েছে এস-ফোর্স প্রো ফ্রন্ট সারাউন্ড টেকনোলজি ও পাওয়ারফুল ৩৩০ওয়াট টোটাল পাওয়ার আউটপুট। এর ফলে গ্রাহকরা অনায়াসে লেটেস্ট মুভি দেখতে, তাদের ফেবারিট শো স্ট্রিম করতে বা মিউজিক শুনতে পারবেন। সোনির এইচটি-এস৪০০ সাউন্ডবারকে সহজেই সোনির ব্রাভিয়া টিভি'র সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সাউন্ডবারের সেটিংস আপনা হতেই দ্রুত ব্রাভিয়া টিভি'র কুইক সেটিংস মেনুতে এসে যায়, ফলে ব্রাভিয়ার রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে সাউন্ড সেটিংস ও ভলিউম কন্ট্রোল করা যায়। সোনির নতুন এইচটি-এস৪০০ হোম থিয়েটার সিস্টেম ২২ অগাস্ট থেকে ২১৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে সকল সোনি সেন্টার, ই-কমার্স পোর্টাল, www.ShopatSC.com পোর্টাল ও মুখ্য ইলেক্ট্রনিক স্টোরগুলিতে।

টাইগার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (টিআইপিএল) ভারতীয় বাজারে "ডো হট ডু কুল" ক্যাম্পেনটি প্রচার করবে

দুর্গাপুর: টাইগার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (টিআইপিএল), জাপানের টাইগার কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এই বসন্তে চালু হওয়া নতুন পণ্যগুলির বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং টাইগারের তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সক্রিয়ভাবে পণ্যগুলিকে প্রচার করার জন্য কোম্পানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। টিআইপিএল-র এই ডিভাইসটি ভ্যাকুয়াম নিরোধক হওয়ায় শীতকালে তা সহজেই খাবার গরম রাখতে সাহায্য করে। তাই দেশব্যাপী টিআইপিএল-র এই প্রোডাক্টটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এই বসন্ত থেকে টাইগার ইন্ডিয়া সফলভাবে নতুন ভ্যাকুয়াম-ইনসুলেটেড বোতল চালু করেছে যা খুব সহজেই চা বা জল ঠান্ডা বা গরম রাখতে পারে। এই বোতলটিতে অত্যন্ত ফ্যাশনেবল এমসিজেড প্রযুক্তি থকায় অফিসে বা বাইরে যেকোন জায়গায় সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়।

টাইগার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (টিআইপিএল)-এর প্রতিনিধি মাসাফুমি ইয়ামামোতো বলেন, "আমরা আশা করি যে আমাদের ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড বোতলগুলির প্রচারের মাধ্যমে প্লাস্টিক এবং পিইটি বোতলের সংখ্যা কমাতে সক্ষম হবে। আমাদের লক্ষ্য হল টাইগারের 'ডু হট ডু কুল' ক্যাম্পেনটি ভারতীয় বাজারে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেশনের থার্মাল কন্ট্রোল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের খাদ্য সংস্কৃতিতে অবদান রাখা। যা গুণগতমান-সচেতন জাপানিরা বছরের পর বছর ধরে তৈরি করেছে।

টাটার চায়ের প্যাকেটে ফুটে উঠেছে দুর্গাপুজোর সারবস্তু

বেঙ্গালুরু: দুর্গাপুজোর আনন্দকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি উৎসব প্যাকেটের এক বিশেষ সিরিজ লঞ্চ করল টাটা টি গোল্ড। প্রতিটি প্যাকেট এবং টি টেবল বুকে তুলে ধরা হয়েছে বাংলার কারিগরদের বিশেষ শিল্পকলা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে টাটা টি গোল্ড শুধু দুর্গাপুজোই উদযাপন করছে না, পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন শিল্পধারার প্রচারও করছে।

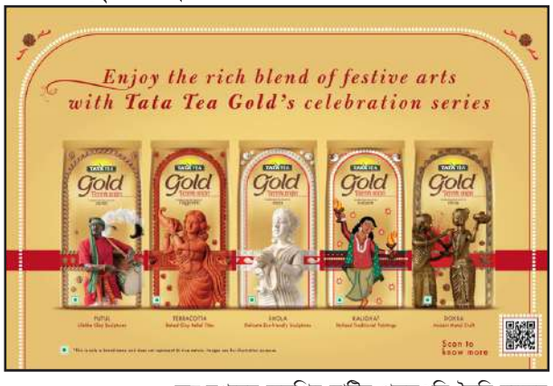

টাটা টি গোল্ডের এই সীমিত সংখ্যার প্যাকেটগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জায়গার শিল্পকলা তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্যের স্বনামধন্য পাঁচজন কারিগর ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো উদযাপনের পাঁচটি বিশেষ দিনের সারবস্তুকে তুলে ধরেছেন প্যাকেট এবং টি টেবল বুকে। উল্লেখ্য, এই শিল্পকলার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বহরমপুরের শোলার কাজ, পূর্ব বর্ধমানের ডোকরা কারিগরদের গ্রামের ডোকরা শিল্প, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প,পিংলা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে, আর কৃষ্ণনগরের জনপ্রিয় মাটির পুতুলগুলি তৈরি হয়েছে পুতুলপট্টি, ঘূর্ণি ও কৃষ্ণনগরে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে টাটা টি গোল্ড শুধু দুর্গাপুজোই উদযাপন করছে না, গোটা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রাণবন্ত শিল্পধারার প্রচারও করছে। উৎসব প্যাকের ডিজাইনের মাধ্যমে টাটা টি গোল্ড কারিগরদের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যকে জীবন্ত করে তুলছে।

পেশীর সুরক্ষায় অ্যাবটের এনশিওর

শিলিগুড়ি: প্রতি ১০ জন ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক পেশীর ক্ষয় রোগে ভোগেন। যা সামগ্রিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করে। তাই প্রাপ্তবয়স্কদের সক্রিয় রাখতে অ্যাবট গ্লোবাল হেলথ কেয়ার কোম্পানী এইচএমবি-এর সহযোগিতায় নতুন এনশিওর চালু করার ঘোষণা করেছে। ক্রিকেট কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড় অ্যাবটের এই মাসেল ম্যাটার ক্যাম্পেনের নেতৃত্ব দেবেন।

এই এনশিওর হল একটি নতুন ফর্মুলেশন যা উচ্চ-মানের প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি-এর মতো ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি দিয়ে তৈরি। পেশী এবং হাড়ের সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটিতে একটি বিশেষ এইচএমবি তথা hydroxy-β-methyl butyrate নামে একটি বিশেষ উপাদান রয়েছে।

যা পেশীর ক্ষয় মোকাবিলা করে শক্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। বিখ্যাত এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডঃ শশাঙ্ক জোশী বলেন, ভাল পুষ্টি এবং শারীরিক কার্যকলাপ তথা পেশী এবং হাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে তথা সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে সমর্থন করার জন্য এনশিওর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্সএম৫ হেডফোনের জন্য প্রি-বুকিং অফার ঘোষণা সোনির

কলকাতা: ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোন লঞ্চ করল সোনি। সোনির এই নতুন ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোনটি হল পুরস্কারপ্রাপ্ত ১০০০এক্সএম পরিবারের বহু প্রতীক্ষিত উত্তরসূরি। যা অত্যন্ত জনপ্রিয় ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৪ থেকে সোনির লিগ্যাসি অডিও গুণমান অফার করে। এই হেডফোনটির জন্য সোনি ইন্ডিয়া একটি বিশেষ প্রি- বুকিং অফার ঘোষণা করেছে। এখন থেকে গ্রাহকরা ২৬,৯৯০ টাকার বিশেষ প্রারম্ভিক মূল্যে বুক করতে পারবেন ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫। এই অফারটি ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বৈধ। এরপর ৮ অক্টোবর থেকে ৩৪,৯৯০ টাকায় ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ ওভার-ইয়ার হেডফোনগুলি সোনি সেন্টার সহ প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং ই-কমার্স পোর্টালে পাওয়া যাবে।

সোনির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নয়েজ ক্যান্সেলিংয়ের সাথে তৈরি করা হয়েছে ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোন। যেখানে দুটি প্রসেসর আটটি মাইক্রোফোনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৩০ মিমি ড্রাইভার ইউনিটে কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। যা প্রাকৃতিক শব্দের গুণমানকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে উন্নত করে।

এই নতুন হেডফোনগুলি ৩৬০ রিয়েলিটি অডিও সার্টিফাইড যা গ্রাহকদের একটি কাস্টম নিমজ্জিত সঙ্গীত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোন ৩০ ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ এবং তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার চার্জ গ্রাহকদের দীর্ঘ ভ্রমণের যাত্রা পথকে সুন্দর করে তোলে।

উৎসবের মরসুমে ১১ লাখ ব্যবসায়ী অংশ নেবে ফ্লিপকার্টে

শিলিগুড়ি: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্টের প্ল্যাটফর্মে বিক্রেতা পার্টনার অনবোর্ডিংয়ে গত বছরের তুলনায় ২২০% বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের উৎসবের মরসুমে প্রায় ১১ লাখ ব্যবসায়ী (শপসি সহ) অংশ নেবে। এটি ফ্লিপকার্টের প্রতি ভারতীয় এমএসএমইএস, ছোট ব্যবসা এবং উদ্যোগগুলির আস্থার প্রতীক যারা তাঁদের ব্যবসার সম্প্রসারণ শ ডিজিটালাইজেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য ই-কমার্সের শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ফ্লিপকার্টে একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ই-কমার্স ইকোসিস্টেম তৈরি করতে শিল্প-প্রথম মার্কেটপ্লেস নীতি পরিবর্তন এবং নতুন ক্ষমতার কথা ঘোষণা করেছে। যা বিক্রেতা অংশীদারদের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নে অবদান রাখে। এই নীতি পরিবর্তন এবং ক্ষমতার মিশ্রণের মাধ্যমে পারফর্মিং বিক্রেতারা ঝামেলা-মুক্ত অনবোর্ডিং সহ কম রিটার্ন খরচ, ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তার জন্য ক্লিয়ারট্রিপ ইন্টিগ্রেশন প্রভৃতির সুবিধা পাবেন।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অফিসার রজনীশ কুমার বলেন, আমরা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতিতে উদ্ভাবন এবং সুযোগগুলি অ্যাক্সেস করে দেশে লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে কাজ চালিয়ে যাব।

ব্রিটানিয়া নিয়ে এসেছে একেবারে নতুন ট্রিটক্রোইসান্ট

মুম্বই: ভারতের বৃহত্তম বেকারি ফুডস কোম্পানি, ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, একেবারে নতুন ট্রিট ক্রোইসান্ট বাজারে আনার সাথে সাথে ওয়েস্টার্ন স্ন্যাকিং এর মত ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কোম্পানির 'এক্সাইটিং গুডনেস' এর আদর্শের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল থেকে, ব্র্যান্ডটি এই ক্রোইসান্ট তৈরি করেছে – যা একটি জনপ্রিয় ইউরোপীয় জলখাবার। ব্রিটানিয়া ট্রিট ক্রোইসান্ট তিনটি স্বাদে পাওয়া যায় - কোকো, ভ্যানিলা এবং মিক্সড ফ্রুট যার দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা থেকে। ব্রিটানিয়া লো লিনটাস পরিকল্পিত একটি নতুন টিভিসির মাধ্যমে একেবারে নতুন ট্রিট ক্রোইসান্ট বাজারে এনেছে। 'ডোন্ট ডেয়ার কম্পেয়ার' শীর্ষক এই প্রচারাভিযানটি এই পণ্যের দুর্দান্ত স্বাদ অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। এই প্রচারাভিযানে দেখা যাবে সেলিব্রিটি কোরিওগ্রাফার, অভিনেতা এবং পরিচালক – প্রভুদেবা-কে, যিনি তার চটকদার নাচের মুভস এবং উচ্চ ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত। টিভিসি একটি ভয়েস ওভার দিয়ে বন্ধ হয় যেখানে বলা হচ্ছে যে "ব্র্যান্ড-নিউ ব্রিটানিয়া ট্রিট ক্রোইস্যান্ট - ফ্লাফি, বেকড এবং সমৃদ্ধ লিকুইড ক্রিম দিয়ে ভরা। তুলনা করার সাহস করবেন না!"

লোয়ে লিন্টাসের চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার সাগর কাপুর বলেন, "আমরা ব্রিটানিয়া ট্রিট ক্রোইসান্টকে স্ন্যাক হিসাবে সেরা হিসাবে তুলে ধরেছি। যেহেতু আমরা যুব গ্রাহকদের সঙ্গে আরো বেশি করে সংযুক্ত হতে চেয়েছি, তাই আমরা এই স্ন্যাক এবং নাচের স্টেপসের মধ্যে তুলনা পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং সেই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতু সম্পর্কে কথা বলার জন্য চিরনবীন প্রভু দেবার চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে? তার সাথে যুক্ত হয়ে আমরা আমাদের ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিটিকে আরো শক্তিশালী, বিনোদনমূলক পদ্ধতিতে পরিবেশনের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।

৪৯ টাকায় ৬০ মিনিটে ডেলিভারি দেবে ডোজে

কলকাতা: অ্যালকোহল ডেলিভারি অ্যাপ লঞ্চ করল Dooze/ডোজে। বিয়ার, ওয়াইন এবং স্পিরিট দ্রুত এবং সুবিধাজনক হোম ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি দেয় Dooze/ডোজে। প্রিমিয়াম বিয়ার, ওয়াইন এবং স্পিরিটের ৩০০ টিরও বেশি বিকল্প সহ অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলির বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে। উল্লেখ্য, এই অ্যাপটি ৪৯ টাকায় ফ্ল্যাট ডেলিভারিতে ৬০ মিনিটের মধ্যে কলকাতা জুড়ে তার ডেলিভারি নিশ্চিত করে। গ্রাহকরা Dooze/ডোজের এই মোবাইল অ্যাপটি ওএনওএস এবং অ্যানড্রয়ডে ডাউনলোড করে তাঁদের পচ্ছন্দ অনুযায়ী অ্যালকোহল অর্ডার করতে পারবেন।

দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত অ্যালকোহল সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডোজেহাস কলকাতা জুড়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা বিক্রেতাদের সাথে পার্টনারশীপ করেছে। অ্যাপটি খুচরা বিক্রেতাদের অনলাইনে আনতে, নতুন ভোক্তাদের টার্গেট করতে এবং বাজার ও ভোক্তাদের মধ্যে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

Dooze/ডোজে-এর দলটি এলকো-বেভ শিল্পে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভোক্তাদের আচরণ সম্পর্কে বোঝাপড়া নিয়ে এসেছে। যাতে কলকাতার ভোক্তাদের জন্য অ্যালকোহল ডেলিভারির একটি মার্কেটপ্লেস দেওয়া হয়। দ্রুত এবং নিরাপদ অ্যালকোহল ডেলিভারি সহ গ্রাহকদের জন্য অ্যাপটি একটি নকশা অফার করে। উল্লেখ্য, ভোক্তাদের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য পানীয়ের একটি কিউরেটেড তালিকা প্রদান করে Dooze/ডোজে। শুধু তাই নয় এআই সক্ষম কেওয়াইসি যাচাইকরণের মাধ্যমে আইনি মদ্যপানের বয়স (এলডিএ) চেকের মতো নিরাপত্তা প্রোটোকলগুলিও নিশ্চিত করে Dooze/ডোজে।

Dooze/ ডোজে-এর ডিরেক্টর শিখিরমাগান বলেন, উৎসবের মরসুমে মাত্র ৪৯ টাকায় অ্যালকোহল ডেলিভারির অফারটি আনতে পেরে আমরা খুশি ।

কোচবিহারবাসীদের জন্য গৌরবময় মুহূর্ত উপহার মাম্পির

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গসহ কোচবিহারবাসীদের জন্য গৌরবময় মুহূর্ত উপহার দিল কোচবিহারের মাম্পি কোচবিহার কাবাডি কোচিং সেন্টারের মাম্পি পশ্চিমবঙ্গের হয়ে ৪৮তম জুনিয়র ন্যাশনাল কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে পর পর ২টি ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে মাম্পি রায়ের অনবদ্য পারফরমেন্সে। একটি ম্যাচ কর্নাটকের সাথে ৩১-২৪ পয়েন্টে বিজয়ী হয় যেখানে শুধু মাম্পির ব্যক্তিগত পয়েন্ট ছিল ১৪ , অপরটি ছত্তিশগড়ের সাথে সাথে ৪৩-৩৬ পয়েন্টে বিজয়ী হয় সেখানেও মাম্পির ব্যক্তিগত পয়েন্ট ছিল ২১।

পারফরম্যান্স খুব ভালো থাকার জন্য সরাসরি সাইয়ে এ অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পায়। কোচবিহার কবাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে রাজা রায় ও প্রণব ভৌমিক জানান আমরা আশা করছি আগামী ইন্ডিয়া ক্যাম্পে মাম্পির সিলেকশন হবে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোন মেয়ে কাবাডিতে ন্যাশনাল কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে সফল হল বলেও তারা জানান। তারা আরো বলেন, কোচবিহারবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত, তাই আমরা চাই এই বার্তাটি কোচবিহারের সকল মানুষ জানুক আপনাদের মাধ্যমেএবং মেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহতা বাড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের দলঃ ১) রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ২) কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ৩) ৪) বিরাট কোহলি, ৫) সূর্যকুমার যাদব, ৬) দীপক হুডা, ৭) ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), ৮) দীনেশ কার্তিক (উইকেটকিপার), ৯) হার্দিক পাণ্ডিয়া, ১০) আর অশ্বিন, ১১) যুজবেন্দ্র চাহাল, ১২) অক্ষর প্যাটেল ১৩) জসপ্রীত বুমরা, ১৪) ভুবনেশ্বর কুমার, ১৫) হর্ষল প্যাটেল ও ১৬) অর্শদীপ সিং।

স্ট্যান্ড-বাইতে রয়েছেন: মহম্মদ শামি, শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোই ও দীপক চাহার।

এক নজরে ঝুলন গোস্বামী সেরা ৫ টি রেকর্ড

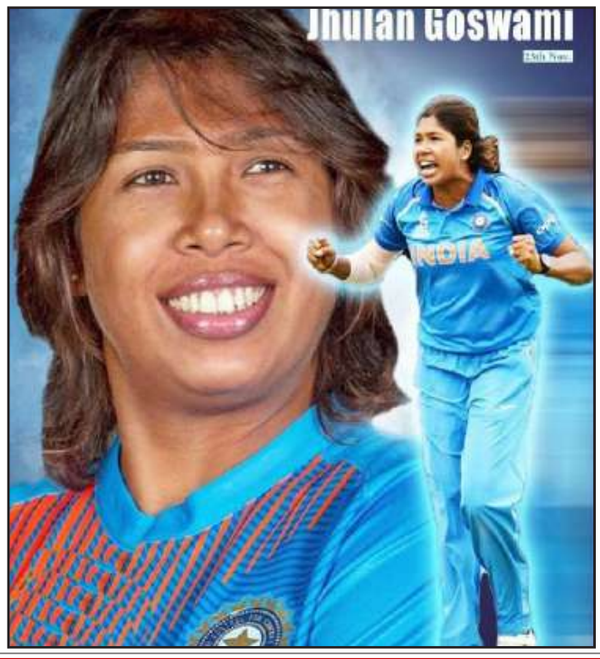

(১) সর্বকালের সর্বাধিক ৩৫৫ টি উইকেট শিকারী (ওয়ান ডেতে ২৫৫, টেস্টে ৪৪ ও টি-টোয়েন্টিতে ৫৬) মহিলা ক্রিকেটার তিনি।

(২) ভারতের হয়ে ২০০৫ থেকে ২০২২, মোট পাঁচটি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপ না জিতলেও বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৪৩টি উইকেট কিন্তু ঝুলনই নিয়েছেন।

(৩) ওয়ান ডেতে সর্বাধিক ২৬৫টি মেডেন ওভার করার রেকর্ডও তার দখলে।

(৪) কনিষ্ঠতম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে এক টেস্ট ১০ উইকেট নিয়েছেন তিনি

(৫) মহিলাদের ওয়ান ডে ক্রিকেটে ঝুলনই একমাত্র বোলার হিসাবে ২৫০-র অধিক উইকেটে নিয়েছেন। তার উইকেট সংখ্যা ২৫৫

বিদায় ফেডেরার

কিংবদন্তি রজার ফেডেরার গ্র্যাডস্লাম জয়ের তালিকা

অষ্ট্রেলিয়া ওপেন-২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১৭, ২০১৮

ফরাসি ওপেন - ২০০৯

উইলম্ডন- ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২

ইউএস ওপেন - ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮

রাগবিতে সেরা সরস্বতীপুর

বেলাকোবাঃ কলকাতা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের রাগবিতে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রামপঞ্চায়েতের সরস্বতীপুর চা বাগান। ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ময়দানে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ২৯-২৭ পয়েন্টে জঙ্গল ক্রস দলকে হারিয়ে দেয় সরস্বতীপুর চা বাগান। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান পুনম ওরাও। অধিনায়ক নিকিতা বলেন, রাজগঞ্জ ব্লক ও জলপাইগুড়ি জেলার সম্মান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। সরকারী সাহায্য পেলে সরস্বতীপুর চা বাগান দেশের এক নম্বর দল হিসেবে উঠে আসবে। কোচ রোশন খাঁ-ও একই কথা বলেন।

কোচের বাড়িতে টিটি প্লেয়ারদের সংবর্ধনা

শিলিগুড়িঃ ১ সেপ্টেম্বর শ্রবণ প্রতিবন্ধী টেবিল টেনিসের দ্বিতীয় রাজ্য প্রতিযোগিতা থেকে পদক নিয়ে শিলিগুড়িতে ফিরলেন প্রিয়ম চক্রবর্তীরা। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর সকালে কোচ ভারতী ঘোষের বাড়িতে পাঁচ পদক জয়ীকে ফুল, উত্তরীয় ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ফিজিক্যাল ট্রেনার দেব কুমার দে বলেন, রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে এতবড় সাফল্য আসায় আমি ওঁদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করি।

কলকাতায় আয়োজিত এই প্রতাযগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়েছে যথাক্রমে স্মরণ দাস ও প্রিয়ম চক্রবর্ত্তী। শ্রীজিৎ মজুমদারকে ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রিয়ম।ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন শিলিগুড়ির জুটি স্মরণ দাস ও প্রয়াস সাহাকে। মহিলাদের ডাবলসে শুভেচ্ছা রায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মল্লিকাকে নিয়ে। রানার্সআপ দলে শিলিগুড়ির শ্রুতি দাসের সঙ্গে ছিলেন শ্রেষ্ঠা হাজরা।

চ্যাম্পিয়ন ভোজনারায়ণ

ফাঁসিদেওয়াঃ কান্তিভটা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ১৬ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল ভোজনারায়ণ চা বাগান। ৪ সেপ্টেম্বর কান্তিভটার মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় টাইব্রেকারে বড়পথু গৌতম এফসি-র বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে ভোজনারায়ণ। উনিং ট্রফির সঙ্গে ভোজনারায়ণ পায় ৫০ হাজার টাকা। কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মনোরঞ্জন ঘোষ। গৌতম এফসি রানার্স আপ ট্রফির সঙ্গে পায় ৩০ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময় গোল ছিল ১-১। ভোজনারায়ণের হয়ে গোল করেন গুলশন সুব্বা ও গৌতমের হয়ে গোল করেন মিঠুন বর্মণ। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন গুলশন সুব্বা। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন গৌতমের ম্যাক্সওয়েল।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়িঃ ৪ সেপ্টেম্বর বেলাকোবায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ নর্থবেঙ্গল ওপেন রাজেন্দর দেব রায়কত ট্রফি সোতেকান ক্যারটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সোতেকান কাই ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের ভক্তিনগর শাখার শুভাঙ্গি দে মেয়েদের অনুর্ধ্ব-১২ বিভাগে ৩৮ কেজির কুমি ক্যাটাগোরি ও কাতাতে-তে জোড়া সোনা জিতেছে।

এছাড়াও অ্যাসোসিয়েশনের দিমিরা বসু মেয়েদের অনুর্ধ্ব-৭ বিভাগে কাতাতে সোনা ও কুমিতে ক্যাটাগোরিতে রূপো পেয়েছে। ছেলেদের অনুর্ধ্ব-১০ বিভাগে ৩৬ কেজিতে অ্যাঞ্জেল কর্মকার কাতাতে বিভাগে দ্বিতীয় ও কুমি ক্যাটাগোরিতে তৃতীয় হয়েছে। ছেলেদের অনুর্ধ্ব-১১ বিভাগে ৩৭ কেজিতে তন্ময় দাস কাতাতে বিভাগে সোনা ও কুমি ক্যাটাগোরিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ক্যারাটেকারদের এই সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত কোচ বিমল সরকার।

৮০তম জন্মদিনে আপ্লুত 'বঙ্গরত্ন' ভারতী ঘোষ।

শিলিগুড়িঃ ৮০তম জন্মদিনে আপ্লুত 'বঙ্গরত্ন' ভারতী ঘোষ, তাঁর ভক্তদের ভালোবাসায় আরো বেঁচে থাকার আশা প্রকাশ করেন তিনি। আজ এক ঝাঁক খুদে টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও তাদের অভিভাবকেরা সকলে মিলে দেশবন্ধু পাড়ার ভারতী ঘোষের বাড়িতে কেক নিয়ে হাজির হন। শিলিগুড়ি শহরের টেবিল টেনিসের অন্যতম নাম ভারতী ঘোষ, তাঁর জন্মদিনে শহর ক্রিড়া মহল আনন্দ ব্যক্ত করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96